ভূমিকা

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ ﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَـٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ ﴾

ইসলামের রুক্ন ৫টি; (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযান মাসের রোযা রাখা, এবং (৫) কাবাগৃহের হজ্জ করা। ইতিপূর্বে অন্যান্য রুক্নকে কেন্দ্র করে এক-একটি পুস্তক প্রণয়ন করেছি - আলহামদু লিল্লাহ। বাকী ছিল যাকাতের ব্যাপারে একটি বই লিখা। আল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তাও শেষ হল বলে তাঁর দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া জানাই।

ইসলামী অর্থনীতিতে যাকাতের গুরুত্ব যে কত, তা একমাত্র অর্থনীতিবিদ্‌রাই আন্দাজ করতে পারেন। ইসলামী সুষ্ঠু সমাজ গঠনে যাকাতের ভূমিকা রয়েছে বড়। যাকাত আদায় দেওয়া হলে সমাজের কোন মানুষকে না খেয়ে বা বিনা চিকিৎসায় মরতে হবে না, খরচ বহন না করতে পেরে বিনা শিক্ষায় মূর্খ হয়ে বসে থাকতে হবে না, সামাজে চুরি-ডাকাতি কম হবে, সাহায্যে-সহানুভূতিতে সমাজের মানুষ ভাই-ভাই হয়ে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ গড়তে পারবে।

যাকাত ইসলামের কোন নতুন বিধান নয়; বরং প্রত্যেক নবীর উম্মতকেই যাকাত আদায়ের ব্যাপারে তাকীদ করা হয়েছে। যাতে কেবল একটি শ্রেণীর মানুষের মাঝে ধন-সম্পদ আবর্তন না করে। বরং সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ; বিশেষ করে যারা তা উপার্জনে অক্ষম তাদের কাছেও নির্দিষ্ট একটা অংশ এসে তাদের জীবন-ধারণ সহজ করতে পারে।

সমাজের গরীব-দুঃখী, অনাথ-বিধবা ও ঋণ বা দুর্যোগগ্রস্ত অসহায় মানুষদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারী ধনীর সংখ্যা নেহাতই কম। পরন্তু তাঁরা এই সহানুভূতিকে কেবল অনুগ্রহই মনে করে থাকেন। যার ফলে অভাবীদের অধিকার সঠিকরূপে আদায় হয় না। আল্লাহর হক জেনেও সে হক আদায় করতে অনেকে ফাঁকিবাজি ও গড়িমসি প্রদর্শন করে থাকেন। আর তার জন্যই আজ সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ এত অবহেলিত, পশ্চাদ্‌পদ ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অভাবী। এক শ্রেণীর মানুষ অপরাধী এবং অন্য এক শ্রেণীর মানুষ শিক্ষাহীন অজ্ঞ। আর এক শ্রেণীর মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবন-ধারণ করে থাকে।

সৃষ্টিকর্তা মহান প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা বড় ন্যায়পরায়ণ বাদশা। তিনি নিজের অধিকার দান করেছেন ঐ সকল অভাবী মানুষদেরকে এবং (ভিখারী নয় বরং) আদায়কারী নির্ধারিত করে বন্টনকারীর হাতে তার বিলি-বন্টনের ব্যবস্থা করেছেন। আর তিনি তাতে স্বীয় অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন গরীবদের প্রতি এবং ধনীদের প্রতিও। এই ধন-বন্টনের মাঝে রয়েছে সেই সুখময় জীবন, যার ওয়াদা তিনি আমাদেরকে দান করেছেন ঃ

﴿ مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, মুমিন অবস্থায় পুরুষ অথবা নারী যে কেউই সৎকর্ম করবে তাকে আমি অবশ্যই আনন্দপূর্ণ জীবন দান করব এবং তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাদেরকে প্রদান করব। *(সূরা নাহল ৯৭ আয়াত)*

আসুন ! আমরা যারা ধনী, তারা আল্লাহর হক আদায় করার মাধ্যমে সৎকর্ম করে

আনন্দময় সুখী জীবন লাভ করি। গরীব ভাইদের হক আদায় করে তাদের দুশ্চিন্তার বোঝা হাল্কা করি। ধনের হক আদায় করে ধনকে ও মনকে পবিত্র করি এবং তার দ্বারা আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রসনা, কলম ও তরবারির জিহাদকে পরিপুষ্ট করি। ভোগের জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করে ইহ-পরকালের চিরসুখ অর্জন করি।

আল্লাহ গো! তুমি আমাদেরকে আমাদের দায়িত্ব পালনে পরিপূর্ণ সহযোগিতা কর। আমাদের কর্তব্যকে সহজ কর। আমাদের আমলকে কবুল কর। আমীন।

বিনীত -
আবূ সালমান আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ্, সঊদী আরব
১৫/৪/১৪২৪হিঃ, ১৫/৬/২০০৩

❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

“দে যাকাত দে যাকাত, তোরা দে রে যাকাত।
তোর দিল খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত।।
দেখ পাক কুরআন, শোন্ নবীজীর ফরমান,
ভোগের তরে আসে নি দুনিয়ার মুসলমান।
তোর একার তরে দেন নি খোদা দৌলতের খেলাত।।
তোর দরদালানে কাঁদে ভুখা হাজারো মুসলিম,
আছে দৌলতে তোর তাদেরো ভাগ - বলেছেন রহিম।
বলেছেন রহমানুর রহিম, বলেছেন রসূলে করিম।
সঞ্চয় তোর সফল হবে পাবি রে নাজাত।।
এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে,
হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবেরাতে।
এই যাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশ্তী সওগাত।।”

-কবি কাজী নজরুল ইসলাম

যাকাতের গুরুত্ব

যাকাত মানে পবিত্রতা, বর্কত, বর্ধনশীলতা। যেহেতু যাকাত আদায় করে মুসলিম নিজের আত্মা ও মালকে পবিত্র করে, তাই ইসলামী পরিভাষায় তাকে যাকাত বলা হয়।

যাকাত ফরয হয় মক্কায় এবং তার বিস্তারিত বিবরণ অবতীর্ণ হয় মদীনায়। যাকাত ইসলামের ৩নং রুক্ন। কলেমা অতঃপর নামায, আর নামাযের পরেই হল যাকাতের মান। কুরআন মাজীদে নামাযের পাশাপাশি যাকাতকে প্রায় ৮২ জায়গায় গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ٤٣ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর। *(সূরা বাকারাহ ৪৩ আয়াত)*

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرًا وَأَعۡظَمَ أَجۡرًاۚ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُۢ ٢٠ ﴾

অর্থাৎ, আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দান কর উত্তম ঋণ। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু পূর্বাহ্নে পেশ করবে, তোমরা তা আল্লাহর নিকট উৎকৃষ্টতররূপে এবং পুরস্কার হিসাবে সবচেয়ে বড়রূপে পাবে। আর তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(সূরা মুয্যাম্মিল ২০ আয়াত)*

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দাও। *(সূরা তাওবাহ ৫ আয়াত)*

﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِۗ ﴾

অর্থাৎ, অতঃপর তারা যদি তওবা করে, নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনী ভাই। *(সূরা তাওবাহ ১১ আয়াত)*

﴿ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ ﴾

অর্থাৎ, তারা তো কেবল আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে; নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করতে। *(সূরা বাইয়্যিনাহ ৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলামের বুনিয়াদ হল পাঁচটি; (১) এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্যিকারের উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল, (২) নামায কায়েম করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) রমযান মাসের রোযা রাখা, এবং (৫) কাবাগৃহের হজ্জ করা। *(বুখারী + মুসলিম)*

যাকাতের ফরয অমান্যকারী কাফের ও মুরতাদ্দ।

আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, যে নামায ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কারণ, যাকাত হল মালের অধিকার।--- ' *(বুখারী)*

সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যাকাত ত্যাগকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত ছিল না। আর সর্বযুগে সকল মুসলিমগণ যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে একমত।

সুতরাং যাকাতের সকল শর্ত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ তা ওয়াজেব হওয়াকে অস্বীকার করে, তাহলে যাকাত দিলেও সর্ববাদিসম্মতিক্রমেই সে কাফের হয়ে যাবে। যতক্ষণ না সে তা ওয়াজেব হওয়াকে স্বীকার করেছে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ কার্পণ্য অথবা অবহেলা করে যাকাত প্রদান না করে, তবে সে এমন ফাসেক বলে গণ্য হবে, যে বড় কাবীরা গোনাহর শিকার হয়েছে। এমন ব্যক্তি মারা গেলে (ক্ষমা ও শাস্তির ব্যাপারে) আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفۡتَرَىٰٓ إِثۡمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তার সহিত অংশী করার গোনাহ্ ক্ষমা করবেন না এবং এছাড়া অন্যান্য গোনাহকে যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। *(সূরা নিসা ৪৮ আয়াত)* পরন্তু যারা যাকাত ওয়াজেব হওয়াকেই অস্বীকার করে তাদের ব্যাপারে বিধান অন্যান্য কাফেরদের ব্যাপারে যে বিধান আছে ঠিক তারই অনুরূপ; ওদের সকলকে একই সঙ্গে জাহান্নামের দিকে জমায়েত করা হবে এবং অন্য সকল কাফেরদের ন্যায় তাদের আযাবও জাহান্নামে চিরকালের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।

আল্লাহ তাআলা ওদের এবং ওদের মত অন্যান্য কাফেরদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوۡ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنۡهُمۡ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعۡمَٰلَهُمۡ حَسَرَٰتٍ عَلَيۡهِمۡۖ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, এবং যারা (ভ্রষ্ট নেতাদের) অনুসরণ করেছিল তারা বলবে, হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তবে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম যেমন তারা আমাদের সাথে ছিন্ন করল!' এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলীকে তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন। আর তারা কখনও আগুন হতে বের হতে পারবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৭আয়াত)*

সূরা মায়েদাহ *(৩৭ আয়াতে)* তিনি বলেন,

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخۡرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنۡهَاۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে কিন্তু তারা বের হতে পারবে না, আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী আযাব। *(সূরা মায়েদাহ ৩৭ আয়াত)*

কিতাব ও সুন্নাহতে এ বিষয়ে আরো অন্যান্য বহু দলীল রয়েছে।

(ফাতাওয়া মুহিম্মাহ তাতাআল্লাকু বিয্‌যাকাত, শায়খ ইবনে বায, ৫-৭ পৃঃ)

যাকাতের যৌক্তিকতা ও উপকারিতা

যাকাত মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর তরফ থেকে বান্দার উপর ফরযকৃত একটি এমন আমল, যার দ্বারা তিনি বান্দাকে তার প্রিয় বস্তুর কিয়দংশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে পরীক্ষা করে থাকেন।

১। যাকাত হল আর্থিক ইবাদত। এই ইবাদত পালন করলে মুসলিম সওয়াব অর্জন করতে পারে। মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে, লাভ করতে পারে ইচ্ছাসুখের সোনার রাজ্য। আবু আইয়্যুব আনসারী ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন এক আমলের সন্ধান দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' সকলে বলল, 'আরে, কি হল ওর কি হল?' নবী ﷺ বললেন, "ওর কোন প্রয়োজন আছে।" (অতঃপর ঐ লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন,) "তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে আর তাঁর সহিত কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে আর আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।" *(বুখারী ১৩৯৬নং, মুসলিম ১৩নং)*

যাকাত ও সাদকাহ হল মুসলিমের আখেরাতের পুঁজি। আজ যা দান করবে, কাল তা আল্লাহর নিকটে বর্ধিত আকারে পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বৃদ্ধি দেন। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৬ আয়াত)*

﴿ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَاْ فِىٓ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۖ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, মানুষের ধনে তোমাদের ধন বৃদ্ধি পাবে এ উদ্দেশ্যে তোমরা সূদে যা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা ধন-সম্পদ বৃদ্ধি করে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যাকাত দিয়ে থাকে তাদেরই ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়;

ওরাই হল সমৃদ্ধশালী। *(সূরা রূম ৩৯ আয়াত)*

আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

২। যাকাত আদায়ের মাঝে মুসলিমদের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

৩। যাকাতে পবিত্রতা লাভ হয়। তাতে যেমন মাল পবিত্র হয়, তেমনি পবিত্র হয় আত্মা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا ﴾

অর্থাৎ, তুমি ওদের মাল থেকে সাদকাহ (যাকাত) আদায় কর। এর দ্বারা তুমি ওদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। *(সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত)*

৪। যাকাত আদায় দিলে মালের সকল প্রকার ক্ষতি থেকে রেহাই পাওয়া যায়। জাবের ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি, যদি কোন ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়?' উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি তার মালের যাকাত আদায় করে দেয়, সে ব্যক্তির নিকট থেকে তার অনিষ্ট দূর হয়ে যায়।" *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৭৪০নং)*

৫। যাকাত আদায় দিলে মালে বরকত আসে, আল্লাহর তরফ থেকে মাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দান করবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)*

আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত

হলেই দুই ফিরিশ্‌তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।' আর দ্বিতীয়জন বলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।" *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

উক্ত আবু হুরাইরা ﵁ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, 'তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।" *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

৬। যাকাত আদায় দিলে সৃষ্টি ও স্রষ্টার কাছে কৃপণ নামে অভিহিত হওয়া থেকে বাঁচা যায় এবং দানী, দাতা, দানশীল, দানবীর বা বদান্যরূপে পরিচিত হওয়া যায়।

৭। যাকাত প্রদানকারীর হৃদয় অবশ্যই দয়ার্দ্র। আর দয়ালু মানুষকে পরম দয়াবান আল্লাহ তাআলা দয়া করে থাকেন।

৮। যাকাত দানকারী সমাজে জনপ্রিয় উপকারী মানুষরূপে পরিচয় লাভ করে থাকে।

৯। যাকাত প্রদানের ফলে সমাজের অভাবগ্রস্ত মানুষদের অভাব অনেকটা দূর হয়ে যায়। নিজের জাতির শক্তি বর্ধমান হয়। ইসলামের শান-শওকত ফিরে আসে।

১০। যাকাত প্রদানের ফলে মুসলিম অনেক মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ থেকে বাঁচতে পারে।

১১। যাকাত আদায়ে মহাদাতার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয়। আর শুক্‌র আদায় করলে নিয়ামত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর, যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক আকারে দান করব। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার আযাব হবে কঠিন। *(সূরা ইবরাহীম ৭ আয়াত)*

১২। যাকাত আদায়ে ফকীর-মিসকীনদের দুআ পাওয়া যায়।

১৩। যাকাতে রয়েছে কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার ইলাহী অর্থব্যবস্থা।

১৪। যাকাত আদায়ে অর্থ ও কর্ম বাজার চাঙ্গা থাকে। কারণ, অর্থ জমা থাকলে যাকাতে খেয়ে নেবে। আর এই ভয়ে মানুষ নিজ অর্থ ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে এবং কর্মে মনোযোগ দেবে। আর সেই সাথে অর্থনৈতিক মন্দা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

যাকাত আদায় না করার পরিণাম

যাকাত না দেওয়ার পরিণাম হল মুনাফিকী। যাকাত না দেওয়া মুনাফিকের লক্ষণ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَـٰهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَىٰنَا مِن فَضْلِهِۦ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضْلِهِۦ بَخِلُوا۟ بِهِۦ وَتَوَلَّوا۟ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُۥ بِمَآ أَخْلَفُوا۟ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর নিকট অঙ্গীকার করেছিল, ‘আল্লাহ নিজ কৃপায় আমাদের দান করলে আমরা নিশ্চয়ই সাদকাহ দেব এবং সৎ হব।’ অতঃপর যখন তিনি নিজ কৃপায় ওদের দান করলেন, তখন ওরা এ বিষয়ে কার্পণ্য করল এবং বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরাল। পরিণামে ওদের অন্তরে কপটতা স্থান পেল আল্লাহর সহিত ওদের সাক্ষাৎ-দিবস পর্যন্ত। কারণ, ওরা আল্লাহর নিকট যে অঙ্গীকার করেছিল তা ভঙ্গ করেছিল এবং ওরা ছিল মিথ্যাচারী। *(সূরা তাওবাহ ৭৫-৭৭ আয়াত)*

যাকাত দিতে অনেক মানুষেরই কষ্ট হয়। যাকাতকে অনেক মানুষই জরিমানা বা অর্থদন্ড মনে করে। আসলে শয়তান তাদেরকে কুমন্ত্রণা দেয়। মাল কমে যাওয়ার ও গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۖ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৮ আয়াত)*

কিন্তু মুসলিমকে সেই শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হয়। শয়তানের সকল চক্রবন্ধনকে উল্লংঘন করে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি লাভ করতে হয়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যখনই কোন ব্যক্তি তার যাকাত বের করে, তখনই সে তার দ্বারা ৭০টি শয়তানের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়।" *(আহমাদ ৫/৩৫০, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ১২৬৮-নং)*

হিসাব করে যাকাত আদায় না করা মহাপাপ। যাকাত আদায় না দিলে তার জন্য রয়েছে পরকালের মহা লাঞ্ছনা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ۝٣٤ يَوۡمَ يُحۡمَىٰ عَلَيۡهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمۡ وَجُنُوبُهُمۡ وَظُهُورُهُمۡۖ هَٰذَا مَا كَنَزۡتُمۡ لِأَنفُسِكُمۡ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تَكۡنِزُونَ ۝٣٥ ﴾

অর্থাৎ, "যারা স্বর্ণ-রৌপ্য ভান্ডার (জমা) করে রাখে, আর তা হতে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। সে দিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (আর তাদেরকে বলা হবে,) এগুলো তোমরা নিজেদের জন্য যা জমা করেছিলে তাই। সুতরাং যা তোমরা জমা করতে তার আস্বাদ গ্রহণ কর।" *(সূরা তাওবাহ ৩৪-৩৫ আয়াত)*

﴿ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦ هُوَ خَيۡرٗا لَّهُمۖ بَلۡ هُوَ شَرّٞ لَّهُمۡۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِۦ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে

ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত)*

যাকাত না দেওয়ার জন্য ভয়ঙ্কর আযাব ভোগ করতে হবে কিয়ামতে।

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সোনা ও চাঁদীর অধিকারী ব্যক্তি যে তার হক (যাকাত) আদায় করে না যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তার জন্য ঐ সমুদয় সোনা-চাঁদীকে আগুনে দিয়ে বহু পাত তৈরী করা হবে। অতঃপর সেগুলোকে জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তদ্দ্বারা তার পাঁজর, কপাল ও পিঠে দাগা হবে। যখনই সে পাত ঠান্ডা হয়ে যাবে তখনই তা পুনরায় গরম করে অনুরূপ দাগার শাস্তি সেই দিনে চলতেই থাকবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার পথ দেখতে পাবে; হয় জান্নাতের দিকে না হয় দোযখের দিকে।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর উঁটের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "প্রত্যেক উঁটের মালিকও; যে তার হক (যাকাত) আদায় করবে না -আর তার অন্যতম হক এই যে, পানি পান করাবার দিন তাকে দোহন করা (এবং সে দুধ লোকেদের দান করা)- যখন কিয়ামতে দিন আসবে তখন তাকে এক সমতল প্রশস্ত প্রান্তরে উপুড় করে ফেলা হবে। আর তার উঁটসকল পূর্ণ সংখ্যায় উপস্থিত হবে; ওদের মধ্যে একটি বাচ্চাকেও অনুপস্থিত দেখবে না। অতঃপর সেই উঁটদল তাদের খুড় দ্বারা তাকে দলবে এবং মুখ দ্বারা তাকে কামড়াতে থাকবে। এইভাবে যখনই তাদের শেষ দল তাকে দলে অতিক্রম করে যাবে তখনই পুনরায় প্রথম দলটি উপস্থিত হবে। তার এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ হবে ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার শেষ পরিণাম দর্শন করবে; জান্নাতের অথবা দোযখের।"

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! গরু-ছাগলের ব্যাপারে কি হবে?' তিনি বললেন, "আর প্রত্যেক গরু-ছাগলের মালিককেও; যে তার হক আদায় করবে না, যখন কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে তখন তাদের সামনে তাকে এক সমতল প্রশস্ত

ময়দানে উপুড় করে ফেলা হবে; যাদের একটিকেও সে অনুপস্থিত দেখবে না এবং তাদের কেউই শিং-বাঁকা, শিংবিহীন ও শিং-ভাঙ্গা থাকবে না। প্রত্যেকেই তার শিং দ্বারা তাকে আঘাত করতে থাকবে এবং খুড় দ্বারা দলতে থাকবে। তাদের শেষ দলটি যখনই (ঢুস মেরে ও দলে) পার হয়ে যাবে তখনই প্রথম দলটি পুনরায় এসে উপস্থিত হবে। এই শাস্তি সেদিন হবে যার পরিমাণ ৫০ হাজার বছরের সমান; যতক্ষণ পর্যন্ত না বান্দাদের মাঝে বিচার-নিষ্পত্তি শেষ করা হয়েছে। অতঃপর সে তার রাস্তা ধরবে; জান্নাতের দিকে, নতুবা জাহান্নামের দিকে।”

জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! আর ঘোড়া সম্পর্কে কি হবে?’ তিনি বললেন, “ঘোড়া হল তিন প্রকারের; ঘোড়া কারো পক্ষে পাপের বোঝা, কারো পক্ষে পর্দাস্বরূপ এবং কারো জন্য সওয়াবের বিষয়। যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পাপের বোঝা তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যে লোকপ্রদর্শন, গর্বপ্রকাশ এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতার উদ্দেশ্যে পালন করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের জন্য পাপের বোঝা।

যে ঘোড়া তার মালিকের পক্ষে পর্দাস্বরূপ, তা হল সেই ব্যক্তির ঘোড়া, যাকে সে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের জন্য) প্রস্তুত রেখেছে। অতঃপর সে তার পিঠ ও গর্দানে আল্লাহর হক ভুলে যায়নি। তার যথার্থ প্রতিপালন করে জিহাদ করেছে। এ ঘোড়া হল তার মালিকের পক্ষে (দোযখ হতে অথবা ইজ্জত-সম্মানের জন্য) পর্দাস্বরূপ।

আর যে ঘোড়া তার মালিকের জন্য সওয়াবের বিষয়, তা হল সেই ঘোড়া যাকে তার মালিক মুসলিমদের (প্রতিরক্ষার) উদ্দেশ্যে কোন চারণভূমি বা বাগানে প্রস্তুত রেখেছে। তখন সে ঘোড়া ঐ চারণভূমি বা বাগানের যা কিছু খাবে তার খাওয়া ঐ (ঘাস-পাতা) পরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ হবে। অনুরূপ লিখা হবে তার লাদ ও পেশাব পরিমাণ সওয়াব। সে ঘোড়া যখনই তার রশি ছিঁড়ে একটি অথবা দু’টি ময়দান অতিক্রম করবে তখনই তার পদক্ষেপ ও লাদ পরিমাণ সওয়াব তার মালিকের জন্য লিখিত হবে। অনুরূপ তার মালিক যদি তাকে কোন নদীর কিনারায় নিয়ে যায়, অতঃপর সে সেই নদী হতে পানি পান করে অথচ মালিকের পান করানোর ইচ্ছা থাকে না, তবুও আল্লাহ তাআলা তার পান করা পানির

সমপরিমাণ সওয়াব মালিকের জন্য লিপিবদ্ধ করে দেবেন।

জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! আর গাধা সম্পর্কে কি হবে?' তিনি বললেন, "গাধার ব্যাপারে এই ব্যাপকার্থক একক আয়াতটি ছাড়া আমার উপর অন্য কিছু অবতীর্ণ হয়নি,

﴿ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ۝٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ۝٨ ﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম করবে সে তাও (কিয়ামতে) প্রত্যক্ষ করবে এবং যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকার্য করবে সে তাও (সেদিন) প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা যিলযাল ৭-৮ আয়াত) (বুখারী ২৩৭১, মুসলিম ৯৮৭নং, নাসাঈ, হাদীসের শব্দাবলী সহীহ মুসলিম শরীফের।)*

নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে যে, "যে ব্যক্তিই তার ধন-মালের যাকাত আদায় করবে না সেই ব্যক্তিরই ধন-মাল সেদিন আগুনের সাপরূপে উপস্থিত হবে এবং তদ্দ্বারা তার কপাল, পাঁজর ও পিঠকে দাগা হবে -যে দিনটি হবে ৫০ হাজার বছরের সমান। এমন আযাব তার ততক্ষণ পর্যন্ত হতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত সকল বান্দার বিচার-নিষ্পত্তি শেষ না হয়েছে।"

আবূ হুরাইরা ﷠ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-মাল দান করেছেন কিন্তু সে ব্যক্তি তার সেই ধন-মালের যাকাত আদায় করে না কিয়ামতের দিন তা (আযাবের) জন্য তার সমস্ত ধন-মালকে একটি মাথায় টাক পড়া (অতি বিষাক্ত) সাপের আকৃতি দান করা হবে; যার চোখের উপর দু'টি কালো দাগ থাকবে। সেই সাপকে বেড়ির মত তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর সে তার উভয় কশে ধারণ (দংশন) করে বলবে, 'আমি তোমার মাল, আমি তোমার সেই সঞ্চিত ধনভান্ডার।' এরপর নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন,

﴾

﴿

অর্থাৎ, আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহে (ধন-মালে) যারা কৃপণতা করে, সে কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে

ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে বেড়ি বানিয়ে কিয়ামতের দিন তাদের গলায় পরানো হবে। *(সূরা আ-লি ইমরান ১৮০ আয়াত) (বুখারী ১৪০৩নং, নাসাঈ)*

আব্দুল্লাহ বিন মসউদ ﷺ বলেছেন, "সূদখোর, সূদদাতা, সূদের কারবার জেনেও তার দুই সাক্ষ্যদাতা, কোন অঙ্গ দেগে নকশা করে দেয় এবং করায় এমন মহিলা, যাকাত আদায়ে অনিচ্ছুক ও টালবাহানাকারী ব্যক্তি এবং হিজরতের পর মরুবাসী হয়ে ধর্মত্যাগী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন মুহাম্মদ ﷺ-এর মুখে অভিশপ্ত।" *(ইবনে খুযাইমা, আহমদ, আবূ য়্যা'লা, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৭৫২নং)*

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যাকাত আদায় করে না এমন ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জাহান্নামে যাবে।" *(ত্বাবারানীর সাগীর, সহীহ তারগীব ৭৫৭নং)*

বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে জাতিই যাকাত প্রদানে বিরত থেকেছে সে জাতিকেই আল্লাহ দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত করেছেন।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, হাকেম, বাইহাকীও অনুরূপ, সহীহ তারগীব ৭৫৮-নং)*

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সে জাতির জন্যই আকাশ হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।” *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৫৯নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।” জিজ্ঞাসা করা হল, ‘হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কি কি?’ তিনি বললেন, “যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা কাজ শুরু করবে সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।” *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৬০নং)*

ভাই মুসলিম! ইসলামের অর্থনৈতিক কাঠামো ও মুসলিমদের এ অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য যাকাত আদায় দিন। হৃদয় উন্মুক্ত করে সঠিক হিসাব করে যাকাতের মাল সঠিক হকদারের কাছে পৌঁছে দিন। আর খবরদার! এ ব্যাপারে সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী আল্লাহকে ফাঁকি দেওয়ার অপচেষ্টা করেন না।

আপনি অবশ্যই জানেন যে, সকল ধনীরা যদি সঠিক নিয়মে যাকাত আদায় করত, তাহলে মুসলিমদের মধ্যে কেউ ভিখারী থাকত না। সভ্য সমাজে ভিক্ষুক নজরে আসলে অসভ্য লাগে, অশোভনীয় দেখায়। কিন্তু আপনি যদি সেই মাল হকদার পর্যন্ত পৌঁছে না দেন, তাহলে সেই সভ্যতা রাখা কি সম্ভব হবে?

আপনার সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত, যিনি আপনাকে যাকাত আদায়কারীরূপে দুনিয়ার বুকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যাকাত গ্রহণকারীরূপে নয়। যদি আপনাকে যাকাত গ্রহণ করতে হত, যাকাত গ্রহণের জন্য আদায়ে বের হতে হত, তাহলে আপনি কি করতেন ?

জেনে রাখুন যে, এ মাল আপনি উপার্জন করলেও তা এসেছে কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকেই। ভেবে দেখুন না, আপনার মত বহুজনই একই চেষ্টা করেও আপনার

মত মাল সঞ্চয়ে সক্ষম হয় নি, আল্লাহর তওফীক অথবা বর্কত পায় নি। কিন্তু আপনি আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করেছেন। আলহামদু লিল্লাহ।

অতএব আল্লাহর দেওয়া মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কুণ্ঠাবোধ ও কার্পণ্য করেন না। আর অবশ্যই কারূনের মত হন না, যে অকৃতজ্ঞ হয়ে বলেছিল, "এ সম্পদ আমি আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি।" *(সূরা ক্বাসাস ৭৮-আয়াত)* বরং আপনি আল্লাহর প্রশংসা করুন, যাকাত আদায়ে তৎপর হন এবং আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যাতে তিনি তা আপনার নিকট থেকে কবুল করে নেন।

কোন্ কোন্ মালে যাকাত ফরয ?

সমস্ত রকমের মাল মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই দান। তাই তাঁর দান করা মালে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজেব। যাকাত আদায় করলে তাঁর শুকরিয়া আদায় হয়। কিন্তু মহান আল্লাহর মহা করুণা এই যে, তিনি প্রত্যেক ধরনের মালে যাকাত ফরয করেন নি। বরং বিশেষ ধরনের এমন মালে যাকাত ফরয করেছেন, যাতে বান্দার মুনাফা আছে এবং তাতে তার ক্ষতিও নেই বরং বর্কত আছে। সেই ধরনের মাল নিম্নরূপ ঃ-

১। ফল ও শস্য ঃ

শস্য ও নির্দিষ্ট কিছু ফলে মহান আল্লাহ যাকাত ফরয করেছেন। তিনি বলেন,

﴿ كُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُوا۟ حَقَّهُۥ يَوْمَ حَصَادِهِۦ ۖ ﴾

অর্থাৎ, যখন তা ফলবান হয়, তখন তোমরা ওর ফল আহার কর। আর ফসল তোলার দিনে ওর হক আদায় কর। *(সূরা আনআম ১৪১ আয়াত)*

২। চড়ে খাওয়া পশু (উঁট, গরু, ছাগল ও ভেঁড়া)।

৩। সোনা-চাঁদি।

৪। ব্যবসার মাল-পত্র (পণ্য দ্রব্য) ।

৫। ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত খনিজ পদার্থ ।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ ﴾

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা উপার্জন কর এবং আমি ভূমি হতে যা বাহির করি, তা থেকে যা উৎকৃষ্ট তা দান কর। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৭ আয়াত)*

কোন্ ধরনের ফলে যাকাত ফরয ?

গম, যব, ধান, খেজুর, কিসমিস, বাদাম, সুপারী, নারিকেল, সরিসা, তিল, তিসি, কলাই, ধনে, জিরে, প্রভৃতি; যা ভরে রেখে অথবা গুদাম জাত করে বহুদিন রেখে খাওয়া যায় তাতে যাকাত ফরয।

প্রকাশ থাকে যে, সমস্ত ধরনের সব্জিতে যাকাত নেই। যেমন সকল প্রকার শাক, আলু, পিঁয়াজ, কচু, মূলা, পটল, বেগুন, ঢেঁড়স, তরমুজ, শসা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি।

তদনুরূপ আখ, পাট এবং আপেল, আঙ্গুর, কলা, পেয়ারা, লেবু, ডাব, আনার, আম প্রভৃতি ফলের যাকাত বা ওশর নেই। মহানবী ﷺ বলেন, "শাক-সব্জিতে যাকাত (ওশর) নেই।" *(দারাকুত্বনী, মিশকাত ১৮১৩, ইরওয়াউল গালীল ৮০১নং)*

অবশ্য এগুলি বিক্রয়ের পর তার মূল্য এক বছর পার হলে তাতে যাকাত আছে।

প্রকাশ থাকে যে, ধান-গম ইত্যাদিতে ওশর আদায়ের পর তা বিক্রয় করলে এবং তার মূল্য নিসাব পরিমাণ এক বছর অতিবাহিত হলে তাতেও যাকাত আছে।

কোন্ শ্রেণীর ব্যবসার মালে যাকাত ফরয ?

যে কোন বৈধ পণ্যদ্রব্যে যাকাত ফরয। নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যবহারযোগ্য খাদ্য, আসবাব-পত্র, লেবাস-পোশাক, হিরে-পান্না, মেশিন, যন্ত্রপাতি, গাছ-পালা, বাড়ি, জমি-জায়গা, গাড়ি, ঘোড়ায় যাকাত নেই। মহানবী ﷺ বলেন, "মুসলিমের ক্রীতদাস ও ঘোড়ায় যাকাত নেই।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৯৫নং)*

কিন্তু এসব যদি ব্যবসার মাল হয়, তাহলে তার নির্ধারিত মূল্যে যাকাত আছে।

ভাড়ায় দেওয়ার বাড়ি ও গাড়িতে যাকাত নেই। কিন্তু তার অসুলকৃত ভাড়ায় যাকাত দিতে হবে।

কোন্ মাল কত পরিমাণ হলে যাকাত লাগবে?

মাল থাকলেই যাকাত ফরয নয়। বরং প্রত্যেক মালের নির্দিষ্ট (নিসাব) পরিমাপ ও পরিমাণ আছে, সেই পরিমাপ বা পরিমাণে মাল পৌঁছলে তবেই যাকাত ফরয হবে; নচেৎ নয়।

এর সাথে আরো একটি শর্ত এই যে, উক্ত নিসাব পরিমাণ মাল পূর্ণ এক বছর নিজের মালিকানায় থাকলে তবেই যাকাত ফরয, নচেৎ নয়। অবশ্য শস্য ও ফলের ক্ষেত্রে তা নয়, বরং ঝাড়াই-মাড়াই-এর দিনেই তার যাকাত বের করা ফরয।

শস্য ও ফলের নিসাব

শস্য ও ফলের নিসাব হল, ৫ অসাক। *(বুখারী ১৪৮৪, মুসলিম ৯৭৯নং)* ১ অসাক = ৬০ নববী সা'। আর ১ সা' = প্রায় আড়াই কেজি। সুতরাং এই হিসাব অনুযায়ী এর নিসাব হল ৭৫০ কেজি। এই পরিমাণ বা তার বেশী শস্য বা ফল হলে ঝাড়াই-মাড়াই-এর দিন যাকাত ফরয, নচেৎ নয়।

প্রকাশ থাকে যে, ধানের নাম বিভিন্ন হলেও হিসাবে সবকে মিলিয়ে নিসাব ধরতে হবে। অবশ্য একই শ্রেণীভুক্ত শস্য অন্য শ্রেণীভুক্ত শস্যের সাথে (যেমন ধানকে গমের সাথে, তিলকে মসুরীর সাথে) মিলিয়ে নিসাব গণ্য হবে না। যেমন এক মৌসমের বিভিন্ন জমির বিভিন্ন সময়ে কাটা ও ঝাড়াই-মাড়াই করা ফসলের পরিমাপ ঠিকমত হিসাব রেখে প্রতি কেজির ওশর বের করতে হবে। সুতরাং কার্তিক মাসের ওঠা ধান যদি ৩৫০ কেজি হয় এবং পৌষ মাসে ওঠা ধান ৪০০ কেজি হয়, তাহলে উভয়ের পরিমাণ মিলে ৭৫০ কেজি হবে এবং তার ওশর দিতে হবে।

যে ফল বা শস্যে যাকাত আছে, তা যদি কোন জঙ্গল বা মরুভূমি থেকে সংগ্রহ করে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়, তাহলে তাতে যাকাত নেই। কারণ, সংগ্রহকারী তার (জমি ও শস্যের) মালিক নয়।

শস্য ও ফলের যাকাতের পরিমাণ

শস্য বা ফল ৭৫০ কেজি বা তার বেশী পরিমাণ হলে তা ১০ ভাগ করে ১ ভাগ (ওশর) আল্লাহর হক বের করে দিতে হবে; যদি সেই শস্য বা ফল কুদরতী (আল্লাহর প্রকৃতির বৃষ্টি, নদী বা ঝরনার) সেচে বিনা খরচ ও মেহনতে উৎপন্ন হয় এবং তাতে মানুষের সেচের দরকার না হয় তাহলে।

পক্ষান্তরে তা যদি মানুষের সেচে হয়; নদী, নালা, খাল, বিল বা পুকুর থেকে মেশিন লাগিয়ে, হাত বা কোন পাত্র (ডোঙ্গা প্রভৃতি) দ্বারা পানি তুলে সিঞ্চন করলে অথবা মেহনতের বলে কোন স্থান থেকে পানি কেটে বের করে এনে অথবা খরচ করে বা পানি কিনে সেচ দিলে তাতে ২০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত ফরয।

ক্যানেল এড়িয়ায় ক্যানেল কর দিয়ে ক্যানেলের পানিতে সেচা হলে তাতেও ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "আকাশ ও ঝরনার পানি দ্বারা উৎপন্ন ফসলে দশ ভাগের এক ভাগ এবং (পশু, মেশিন বা মানুষের মেহনত দ্বারা) সেঁচা ফসলে অথবা বিনা সেঁচের ফসলে বিশ ভাগের এক ভাগ (যাকাত ফরয)।" *(বুখারী ১৪৮৩নং)*

কোন ফসল আকাশ ও পরিশ্রম উভয় প্রকার সেঁচে হলে তাতে যাকাত লাগবে ১০ ভাগের তিন-চতুর্থাংশ ভাগ। *(আল-মুমতে ৬/৮৩, ফিকহুয যাকাত ১/৩৭৮)* যেমন বর্ষার ধানে আকাশের বৃষ্টির সাথে সাথে যদি ক্যানেলের পানিও লাগে, তাহলে তাতে এই হিসাবে ওশর বের করতে হবে।

অনেকের মতে মধুতেও ওশর দিতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, (সেচ ছাড়া) চাষীর চাষ ও ঝাড়াই-মাড়াই (তদনুরূপ জমির খাজনা) বাবদ যে খরচ হয়ে থাকে সে পরিমাণ শস্য বাদ দিয়ে বাকী শস্যের ওশর বের করে দেবে। *(ফিকহুয যাকাত ১/৩৯৬, ৪১৭, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৩৯)*

টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া নিয়ে চাষ করলে ওশর দেবে চাষী; জমির মালিক নয়। *(আল-মুমতে ৬/৮৮, ফিকহুয যাকাত ১/৪০০, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৪২)*

ভাগচাষের জমির ওশর মালিক ও চাষী উভয়কে দিতে হবে। যদি উভয়ের ভাগ

নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে অথবা অন্য জমির ফসল নিয়ে নিসাব পরিমাণ হয় তাহলে। *(ফিকহুয যাকাত ১/৩৯৮)*

স্বর্ণের নিসাব

স্বর্ণের নিসাব হল, সাড়ে সাত তোলা বা ভরি = মোটামুটি ৮৫ গ্রাম। *(আল-মুমতে ৬/১০৩)* এই পরিমাণ বা তার বেশী স্বর্ণ হলে যাকাত ফরয, নচেৎ নয়।

রুপার নিসাব

সাড়ে বাহান্ন তোলা বা ভরি = ৫৯৫ গ্রাম ([1]) প্রায়। *(ঐ ৬/১০৪)* বলা বাহুল্য, এই পরিমাণ বা তার বেশী রুপা হলে যাকাত ফরয, নচেৎ নয়।

টাকার নিসাব

বর্তমানের লেন-দেনে টাকা-পয়সা সে যুগের সোনা-চাঁদির স্থলাভিষিক্ত। অতএব ৮৫ গ্রাম পরিমাণ স্বর্ণ খরিদ করার মত টাকা পূর্ণ বছর মজুদ থাকলে তাতে যাকাত ফরয, নচেৎ নয়।

সোনা-চাঁদি ও টাকার যাকাতের পরিমাণ

সোনা-চাঁদি অথবা তার মূল্য তদনুরূপ টাকা নিসাব পরিমাণ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে সমস্ত মালের আড়াই শতাংশ অথবা ৪০ ভাগের এক ভাগ; অর্থাৎ, ১০০ টাকায় আড়াই টাকা, ১০০০ টাকায় ২৫ টাকা এবং এক লাখে ২৫০০ টাকা যাকাত বের করা ফরয।

( ) প্রকাশ থাকে যে, নিসাবের ওজন নিয়ে নানা মুনির নানা মত। আমি মাঝামাঝি মতটিকে গ্রহণ করেছি মাত্র।

টাকা নিসাব পরিমাণ হয়ে এক বছর অতিবাহিত হলেই তাতে যাকাত লাগবে। তাতে সে টাকা নিজের খরচের জন্য রাখা থাক, অথবা ঋণ পরিশোধ করার জন্য অথবা ছেলে বা মেয়ের বিবাহের জন্য অথবা বাড়ি করা বা কেনার জন্য অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে জমা থাক।

জ্ঞাতব্য যে, বছরের শুরুতে নিসাব পরিমাণ টাকা জমা হয়ে মাঝ বছরে তার থেকে কম হয়ে বছর শেষে যদি আবার নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে ঐ বছরে সে মালের যাকাত ফরয নয়। বরং শেষ বছর থেকে আবার এক বছর নিসাব পরিমাণ থাকলে তবেই তার যাকাত ফরয।

প্রকাশ থাকে যে, সোনা-চাঁদি ও টাকা এই তিনটি তিন শ্রেণীর মাল। এগুলি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ হলে পৃথক পৃথকভাবে যাকাত লাগবে। একটি অপরের সাথে মিলানো যাবে না। অতএব কারো কাছে যদি ৫০ ভরি রুপা, ৭ ভরি সোনা এবং ৩০ হাজার টাকা থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়। *(আল-মুমতে ৬/৪৪, ১০৮, ফিসুঃ ১/৩২৯পৃঃ)*

অবশ্য স্বর্ণব্যবসায়ী যখন ব্যবসার সোনা-রুপার যাকাত দেবে, তখন উভয়ের মূল্য নির্ণয় করে যাকাত দিতে হবে।

ব্যবহারযোগ্য অলংকারের যাকাত

ব্যবহারযোগ্য অলংকারে যাকাত ফরয কি না, তা নিয়ে সাহাবা, ফুকাহা ও উলামাদের মাঝে বড় মতভেদ রয়েছে। আর উভয় পক্ষের দলীল ও যুক্তি সমানভাবে বলিষ্ঠ। সুতরাং যাকাত আদায় করে দেওয়াটাই পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম। অল্লাহু আ'লাম।

প্রকাশ থাকে যে, মহিলা যদি অবৈধ অলংকার ব্যবহার করে; যেমন সোনার ক্রুশ, প্রজাপতি বা কোন প্রাণীর আকারের অলংকার বা খান-পানের পাত্র ব্যবহার করে, অথবা অস্বাভাবিক বেশী ওজনের ব্যবহার করে অথবা অলংকার কিনে ব্যবহার না করে সিন্দুক বা ব্যাংকে জমা করে রাখে অথবা কোন পুরুষ -তার জন্য হারাম হওয়া সত্ত্বেও সোনা ব্যবহার করে, অথবা অলংকার ভাড়া দেওয়া হয়, তাহলে তাতে

অবশ্যই যাকাত আছে। *(আল-মুমতে ৬/ ১৩০, ফিকহুয যাকাত ১/৩০৮)*

এ ছাড়া কক্ষ সাজানো বা বাড়ির সৌন্দর্যের জন্য স্বর্ণের ঝাড় বাতি বা কারুকার্য-খচিত বস্তুর যাকাত ফরয। *(ফিকহুয যাকাত ১/২৮২)*

অবশ্য সোনা-রুপা ছাড়া অন্যান্য ধাতু-নির্মিত অলংকারে যাকাত নেই।

জ্ঞাতব্য যে, যে অলংকার আপনি আপনার স্ত্রীকে দিয়েছেন, তা স্ত্রীর। আর যা আপনার মেয়েকে দিয়েছেন তার মালিক আপনার মেয়ে; আপনি নন। স্ত্রীর স্বর্ণ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দিবে সে। তদনুরূপ মেয়ের স্বর্ণ নিসাব পরিমাণ হলে তার যাকাত দেবে আপনার মেয়ে। স্ত্রী ও প্রত্যেক কন্যার নিসাব ও যাকাত পৃথক। এক সাথে ধর্তব্য নয়। তদনুরূপ দুই স্ত্রীর অলংকারও পৃথক পৃথক। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৮/৯৯, ১৪১-১৪৩)* অবশ্য যদি তাদের তরফ থেকে আপনি বের করে দেন তাহলে সেটা আপনার ব্যাপার এবং অবশ্যই তা উত্তম। কিন্তু যাকাত দেওয়ার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দিতে হবে আপনাকে। তাদের নিজস্ব টাকা না থাকলে কিছু অলংকার বিক্রি করেও যাকাত দেবে।

পশু-সম্পদের যাকাত

পশু-সম্পদের যাকাত ফরয হওয়ার কিছু শর্ত আছে ঃ-

১। নিসাব পরিমাণ হতে হবে।

২। নিসাব অবস্থায় মালিকের নিকট পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হবে।

৩। পশু অধিকাংশ সময়ে চড়ে খেয়ে জীবন ধারণ করবে।

৪। তা কাজের (গাড়ি টানা, মাল বহন, চাষ বা সেচের) জন্য ব্যবহার হবে না।

পশু ছোট হোক অথবা বড় সর্বশ্রেণীর পশু যাকাতের নিসাবে গণ্য হবে।

উঁটের নিসাব

৪ টি পর্যন্ত উঁটে কোন যাকাত নেই। ৪টির পর নিম্নবর্ণিত তালিকায় উঁটের নিসাব ও তার যাকাতের বিবরণ সংক্ষেপে বুঝতে পারি ঃ-

সংখ্যা		ওয়াজেব
থেকে	পর্যন্ত	
৫	৯	১ টি ছাগল বা ভেঁড়া
১০	১৪	২ টি ছাগল বা ভেঁড়া
১৫	১৯	৩ টি ছাগল বা ভেঁড়া
২০	২৪	৪ টি ছাগল বা ভেঁড়া
২৫	৩৫	১ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী, না পেলে ২ বছরের অধিক বয়সের উঁট
৩৬	৪৫	২ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী
৪৬	৬০	৩ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী
৬১	৭৫	৪ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী
৭৬	৯০	দুটি ২ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী
৯১	১২০	দুটি ৩ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী

১২০ এর বেশী হলে প্রত্যেক ৪০টি উঁটে একটি ২ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী এবং প্রত্যেক ৫০টি উঁটে একটি ৩ বছরের অধিক বয়সের উঁটনী।

গরুর নিসাব

২৯ টি পর্যন্ত গরুতে কোন যাকাত নেই। ২৯টির পর যাকাত নিম্নরূপ ঃ-

সংখ্যা		ওয়াজেব
থেকে	পর্যন্ত	
৩০	৩৯	পূর্ণ ১ বছর বয়সের ১টি বাছুর
৪০	৫৯	পূর্ণ ২ বছর বয়সের দাঁতাল ১টি বাছুর
৬০	৬৯	পূর্ণ ১ বছর বয়সের ২টি বাছুর
৭০	৭৯	পূর্ণ ১ বছর বয়সের ১টি বাছুর এবং পূর্ণ ২ বছর বয়সের দাঁতাল ১টি বাছুর

৮০টি অথবা তার অধিক সংখ্যক গরু হলে প্রত্যেক ৩০টিতে পূর্ণ ১ বছর বয়সের ১টি বাছুর এবং প্রত্যেক ৪০টিতে পূর্ণ ২ বছর বয়সের দাঁতাল ১টি বাছুর।

প্রকাশ থাকে যে, মহিষ (সঠিক মতে) গরুরই শ্রেণীভুক্ত পশু। অতএব গণনায় উভয়কে এক সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং যার সংখ্যা বেশী যাকাতে তাই বের করতে হবে।

ভেঁড়া-ছাগলের নিসাব

৩৯টি পর্যন্ত ভেঁড়া অথবা ছাগলে কোন যাকাত নেই। ৩৯টির পর যাকাত নিম্নরূপঃ-

সংখ্যা		ওয়াজেব
থেকে	পর্যন্ত	
৪০	১২০	১টি
১২১	২০০	২টি
২০১	৩০০	৩টি
৩০১	৪০০	৪টি
৪০১	৫০০	৫টি

এইভাবে প্রত্যেক শতে ১টি করে ছাগল বা ভেঁড়া যাকাত লাগবে।

প্রকাশ থাকে যে, ছাগল ভেঁড়ারই শ্রেণীভুক্ত পশু। অতএব গণনায় উভয়কে এক সঙ্গে যোগ করতে হবে এবং যার সংখ্যা বেশী যাকাতে তাই বের করতে হবে।

আরো জ্ঞাতব্য যে, হিসাবে বাড়তি পশুর কোন যাকাত নেই।

কিভাবে যাকাত আদায় করবেন?

মৌসমের সমস্ত ফসলকে মেপে (খরচ বাদ দিয়ে) তার হিসাব মত (সঠিক ভাগ ফেলে) যাকাত বের করুন। ব্যবসার সমস্ত মালকে বছরের একটি মাসে সঠিক হিসাব লাগান। তার মূল্য নির্ধারণ করে পরিমাণ মত যাকাত বের করুন। (পুরনো) সোনা-

রুপার বাজার-দর দেখে মূল্য নির্ধারণ করে পরিমাণ মত যাকাত বের করে দিন। মাসিক বেতনের টাকার যাকাত দিতে বছরে একটা মাস নির্দিষ্ট করে সেই মাসে জমা সমস্ত টাকার যাকাত পরিমাণ মত বের করে দিন। এতে বছরের প্রথম দিকে এক রকম, মাঝে এক রকম এবং শেষে আর এক রকম পরিমাণ টাকা থাকলেও হিসাব ঠিক রাখা কঠিন হওয়ার জন্য এরূপই করা উত্তম। এতে দুটো টাকা বেশী গেলেও মিসকীনরা উপকৃত হবে এবং সেই সাথে আপনি অধিক সওয়াবের অধিকারী হবেন।

জেনে রাখুন যে, একটি টাকা আপনার পকেট থেকে আল্লাহর রাহে বেশী যাক তাও ভাল, তবু যেন কম না যায়। পবিত্র হন সম্পূর্ণরূপে সন্দেহহীন হয়ে।

টাকা নিসাব পরিমাণ হলে বছরের মাঝে অথবা শেষে যে মুনাফা এসে যোগ হয় তাও আসল টাকার অনুসারী। যেমন পশু নিসাব পরিমাণ হলে বছরের মাঝে বা শেষের দিকে যে পশুর বাচ্চা হয় তাও মায়ের সাথে হিসাবে গণ্য হবে। এর জন্য পৃথক করে বছর ঘোরা শর্ত নয়।

পক্ষান্তরে মীরাসের মাল প্রাপ্ত হওয়ার পর নিসাবপূর্ণ আসল মালের সাথে হিসাব জুড়ে যাকাত ফরয নয়। বরং সে মালের উপর পৃথকভাবে এক বছর অতিবাহিত হলে তবেই তার যাকাত ফরয। যেহেতু এ মাল হল সম্পূর্ণ পৃথক। তদনুরূপ উপহার বা পুরস্কারে প্রাপ্ত মাল এবং মহিলার মোহরে পাওয়া মাল। অবশ্য নিসাবপূর্ণ মাল না থাকলে ঐ সকল মাল নিসাব পূর্ণ করতে আসলের সাথে জুড়া হবে। আর যখন নিসাবপূর্ণ হবে, তখন থেকেই বছর শুরু ধরতে হবে। *(আল-মুমতে ৬/২৪-২৫)*

গুপ্তধন ও খনিজ পদার্থের যাকাত ও তার নিসাব

খনিজ পদার্থের যাকাত কত হলে কত পরিমাণে দিতে হবে, সে নিয়ে বড় মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে সোনা-চাঁদির মতই তাতে যাকাত লাগবে। অবশ্য এতে বছর পার হওয়া শর্ত নয়। *(আল-মুমতে ৬/২৩)*

গুপ্তধনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ সাধারণ মুসলিমদেরকে দান করতে হবে। এ বিষয়টি যাকাত থেকে ভিন্ন।

খেয়াল রাখার কথা যে, মাটির নিচে পাওয়া গেলেও তা কুড়িয়ে পাওয়া মালের পর্যায়ে পড়তে পারে। আর তখন তার বিধান আলাদা। অতএব সে সময় উলামায়ে কিরামের কাছে পরামর্শ নিন।

সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত

মাছ, প্রবাল, পদ্মরাগ প্রভৃতি সামুদ্রিক সম্পদের যাকাত নেই।

যাকাতের হকদার

যাকাত হল আল্লাহর হক। এ মাল দ্বারা কারো মনোরঞ্জন, হৃদয় আকর্ষণ, স্বার্থ রক্ষার জন্য নাহকদারকে দেওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় যাকাত আদায় কারীর নিজের কোন উপকার সাধন অথবা অপকার অপসারণ। হালাল নয় ঐ মাল ব্যবহার করে নিজের মাল বাঁচানো। বরং ঐ মাল আদায় দেওয়ার সময় তার সঠিক হকদার নির্বাচন করতে হবে, মন উন্মুক্ত রাখতে হবে, আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধচিত্ত হতে হবে, তবেই হবে যাকাত আদায়।

মহান আল্লাহ যাকাতের হকদার যারা, তাদের কথা কুরআন মাজীদে উল্লেখ করে দিয়েছেন; তিনি বলেন,

﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٦٠ ﴾

অর্থাৎ, সাদকাহ কেবল ফকীর (নিঃস্ব), মিসকীন (অভাবগ্রস্ত), সাদকার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী ও মুসাফিরের জন্য। এ হল আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ৬০ আয়াত)*

১। ফকীরঃ

ফকীর বলতে সেই লোককে বুঝানো হয়েছে, যার অর্ধেক বছর চলার মত রুযী নেই। এমন লোককে তার পূর্ণ বছর চলার মত মাল দান করতে হবে।

২। মিসকীনঃ

যে ব্যক্তির খাবার মত অর্ধেক বছর বা তার বেশী দিনের রুযী আছে; কিন্তু সারা বছর চলার মত রুযী নেই। এমন লোককেও তার পূর্ণ বছর চলার মত মাল দান করতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, “মিসকীন সে নয় যে এক অথবা দু টুকরা খেজুর কিংবা এক অথবা দু মুঠো খানা পেয়ে বিদায় হয়ে যায়। মিসকীন হল সেই ব্যক্তি যে ভিক্ষা করা থেকে দূরে থাকে। যে প্রয়োজন মোতাবেক যথেষ্ট রুযীর মালিক নয় এবং সাধারণতঃ লোকে তাকে অভাবী বলে চিনতেও পারে না; যাতে তাকে দান করা যায়। (অর্থাৎ, পেটে ক্ষুধা রেখে মুখে লাজ করে।) *(বুখারী, মুসলিম)* এর লক্ষণ সম্বন্ধে কুরআন বলে,

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে অবরুদ্ধ রয়েছে বলে ভূ-পৃষ্ঠে গমনাগমনে শক্তিহীন সেই সব দরিদ্রের জন্য ব্যয় কর; (ভিক্ষা হতে) নিবৃত্ত থাকার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অবস্থাসম্পন্ন বলে মনে করে। তুমি তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনতে পার; তারা লোকের নিকট ব্যাকুলভাবে যাচ্ঞা (ভিক্ষা) করে না এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা আল্লাহ সম্যকরূপে অবগত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত)*

৩। সাদকার কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীঃ

যে লোককে যাকাতের মাল আদায় করার জন্য, তা হিফাযত করার জন্য এবং

হকদারের মাঝে বন্টন করার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত, সে ব্যক্তি ধনী হলেও ঐ মাল থেকে বেতন হিসাবে নির্দিষ্ট অর্থ নিতে পারবে।

৪। যার মনকে (ইসলামের প্রতি) অনুরাগী করা আবশ্যক ঃ

দুর্বল ঈমানের মানুষকে ঈমান ও ইসলামে সবল করার জন্য যাকাত দেওয়া বৈধ। দ্বীনের বৃহত্তর স্বার্থে ঐ অর্থ ব্যয় করে মুসলিম অথবা নও-মুসলিমকে দ্বীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা জরুরী। যেমন ইসলামে অনুরাগী কাফেরকে ইসলামে অধিক আকর্ষণ করার লক্ষ্যে যাকাত দেওয়া যাবে।

৫। দাসমুক্তি ঃ

একজন ক্রীতদাসকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দেওয়ার মানসে যাকাতের মাল ব্যয় করে তাকে ক্রয় করে মুক্ত করা ইসলামের একটি মহান আদর্শ। তদনুরূপ অর্থচুক্তির সাথে যে দাসত্ব বরণ করেছে, তাকে ঐ মাল থেকে সাহায্য দিয়ে স্বাধীন করা হবে। যে ব্যক্তি বন্দী আছে, তার জন্যও মুক্তিপণ হিসাবে ঐ অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঃ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ দেওয়া হবে যাকাত থেকে। যদিও ঐ ব্যক্তির দিন চলে যায়, কিন্তু মোটা অংকের ঋণ পরিশোধ করার মত অর্থ তার নেই। এমন ব্যক্তি যাকাতের হকদার।

তদনুরূপ যে ব্যক্তি কোন অর্থদন্ডে দন্ডিত এবং তা আদায় করতে অক্ষম, তাকেও যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে।

ঋণগ্রস্ত পিতাকে তার ছেলে অথবা ঋণগ্রস্ত ছেলেকে তার পিতা যাকাত দিয়ে সাহায্য করতে পারে কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে উষাইমীন বলেন, দিতে পারে।

জ্ঞাতব্য যে, যে ব্যক্তি কোন বিধেয় বা বৈধ কাজ করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয় তাকেই যাকাত থেকে সাহায্য করা যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবৈধ কাজ করতে গিয়ে;

যেমন মদ খেতে অভ্যাসী হয়ে, বেশ্যাগমনে অথবা জুয়া খেলায় সর্বস্ব হারিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়, তাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা যাবে না। *(ফিকহুয যাকাত ২/৬২৫)*

প্রকাশ থাকে যে, যাকে যাকাতের মাল দিয়ে সাহায্য করা হবে, তাকে এ কথা জানানো জরুরী নয় যে, তা যাকাতের মাল।

কাউকে ঋণ দেওয়ার পর সে যাকাতের হকদার হলে, যাকাতের নিয়তে ঋণ মওকুব করে দেওয়া বৈধ কি না - এ বিষয়ে উলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

অনেকে বলেছেন, নিজের টাকা বাঁচানোর উদ্দেশ্যে এমন করা বৈধ নয়। কিন্তু অন্যান্য অনেকে বলেছেন যে, যদি সত্যই সে যাকাতের হকদার হয়, তাহলে তার ঋণ মকুব করে, যাকাত থেকে শোধ করা হল, তাকে এ কথা জানিয়ে দিলে এমন কাজ বৈধ। আর আল্লাহই অধিক জানেন। *(ফিকহুয যাকাত ২/৮৪৯)*

যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্ত মানুষ তারাও এই পর্যায়ে পড়ে। তাদেরকেও প্রয়োজন মত যাকাত দেওয়া যেতে পারে। *(ফিকহু যাকাত ২/৬২৩)*

যারা গরীব মানুষ, যাদেরকে সহজে নিঃস্বার্থভাবে কেউ ঋণ দিতে চায় না, তাদেরকে ঋণ দেওয়ার জন্য যাকাতের একটা ফান্ড্ তৈরী করে বিনা স্বার্থ ও সূদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। *(ঐ ২/৬৩৪)*

৭। আল্লাহর পথে ঃ

আল্লাহর পথ ঃ অর্থাৎ সেই ইলম ও আমলের পথ, যা আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে মানুষকে অগ্রসর করে।

আল্লাহর পথে কেবল আল্লাহর কলেমাকে উঁচু করার জন্য যারা জিহাদ করে, তাদেরকে প্রয়োজন মত যাকাতের মাল দিতে হবে। যাকাতের মাল দিয়ে জিহাদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করা যাবে।

আল্লাহর পথে সংগ্রামকারী তালেবে ইল্‌মও। আল্লাহর দ্বীনকে এবং মুসলিমদের জান, মাল ও দেশকে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য যেমন সশস্ত্র সংগ্রামের দরকার, তেমনি দরকার আল্লাহর দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য দ্বীনী ইল্‌মের; কলম ও জিভের জিহাদের। বলা বাহুল্য, উক্ত জিহাদ ও ইল্‌ম প্রচার করার জন্য যাকাতের

অর্থ ব্যয় করা যাবে। অতএব দ্বীনী মাদ্রাসা পরিচালনা ও দ্বীনী বইপুস্তক ক্রয় ও প্রকাশ করার জন্য যাকাতের মাল ব্যবহার বৈধ। *(আল-মুমতে ৬/২২১, মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৮/৩৮৭, ৩৯২, তাফসীরুল মানার ১০/৫৮৫, আর-রাওযাতুন নাদিয়্যাহ, সিদ্দীক হাসান খান ১/২০৬-২০৭, ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৭১, ফিকহুয যাকাত ২/৬৫৭-৬৬৯)*

প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহর পথ বা রাস্তায় বলতে মসজিদ পড়ে না। হজ্জও তাতে শামিল নয়। কারণ, তা কেবল সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর ফরয। যেমন জনসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণের খাতে সে অর্থ ব্যয় করা বৈধ নয়।

৮। মুসাফির ঃ

মুসাফির ধনী হলেও (বৈধ) সফরে বের হয়ে যদি তার রাহাখরচ শেষ অথবা চুরি হয়ে যায়, তাহলে তাকে তার গৃহে ফিরার মত যে অর্থ খরচ হবে তা দান করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ৮ প্রকার যাকাতের হকদারের মধ্যে যদি সকলের প্রয়োজন সমান আকারে থাকে, তাহলে সকলকে ভাগ করে দিতে হবে। নচেৎ, যার প্রয়োজন বেশী তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।

যাকাতের অধিক হকদার কে?

১। আত্মীয়-পরিজন

যে আত্মীয়র ভরণ-পোষণ করা দাতার জন্য ফরয নয়, সেই আত্মীয় যাকাতের হকদার হলে তাকে যাকাত দেওয়াই সর্বাধিক উত্তম। যেমন, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা-মামী, ফোফা-ফুফু, খালা-খালু এবং তাদের ছেলে-মেয়েরা, শ্বশুর বাড়ির লোক, স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি।

আত্মীয়কে দান করার বড় গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য রয়েছে ইসলামে।

একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁-এর স্ত্রী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করালেন যে, স্বামীকে যাকাত দিলে তা যথেষ্ট হবে কি না? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "(যথেষ্ট হবে এবং তাদের হবে ডবল সওয়াব;) আত্মীয়তা বজায় রাখার সওয়াব

এবং সাদকার সওয়াব।” *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি বলেন, “মিসকীনকে দান করলে একটি দান করার সওয়াব হয়। কিন্তু আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব হয়; দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তা বজায় করার সওয়াব।” *(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

তিনি বলেন, “সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকাহ হল, বিদ্বেষপোষণকারী আত্মীয়কে করা সাদকাহ।” *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৮৯৩-৮৯৪নং)*

২। আলেম ও তালেবে ইল্‌ম

একাধিক জায়গায় এ কথার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আপনার মালের অধিক হকদারগণের মধ্যে আলেম ও তালেবে-ইল্‌ম অন্যতম। তাঁরা যদি যাকাতের হকদার হন অথবা কোন দ্বীনী মাদ্রাসার মুদার্রিস বা ছাত্র হন, তাহলে আপনার যাকাত দ্বারা আপনার দ্বীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করতে পারেন। এতে আপনার অধিক সওয়াব আছে। এঁদের উপার্জন করার ক্ষমতা থাকলেও ইল্‌ম ও দাওয়াত নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফলে সে সময় পান না। *(আল-মুমতে ৬/২২১)*

কোন কোন আহলে ইল্‌ম উল্লেখ করেছেন যে, দ্বীনী ইল্‌মে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেন এমন আলেম ও তালেবে-ইল্‌ম নিম্নোক্ত আয়াতের আওতায় পড়েন ঃ-

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِى ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَـٰهُمْ لَا يَسْـَٔلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, (দান সেই লোকদের প্রাপ্য) যারা দরিদ্র এবং আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে জীবিকার সন্ধানে তারা ঘোরা-ফেরা করতে পারে না, কিছু চায় না বলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা লোকের কাছে নাছোড় বান্দা হয়ে যাচ্ঞা করে না। আর তোমরা যা কিছু দান কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭৩ আয়াত, তাফসীরুল মানার ৩/৮৮)*

ইমাম গাযালী বলেন, 'দানকারীর উচিত, তার দানের জন্য সেই লোক অনুসন্ধান করা, যার মাধ্যমে দান অধিক (কদর বা) বৃদ্ধিলাভ করবে (অথবা যে লোক দান পাওয়ার অধিক উপযুক্ত); যেমন আহলে ইল্ম। যেহেতু তা তাঁর ইল্ম সন্ধানে সহায়ক হবে। আর নিয়ত সহীহ হলে ইল্ম হল সবচেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত।'

ইমাম ইবনুল মুবারক বিশেষ করে আহলে ইল্মকে দান করতেন। একদা তাঁকে বলা হল যে, 'আপনার দানে যদি অন্যান্য লোকদেরকেও শামিল করতেন (তাহলে ভালো হত না কি)?' উত্তরে তিনি বললেন, 'নবুঅতের মর্যাদার পর উলামা ছাড়া অন্য কারো ততটা উচ্চ মর্যাদা আছে বলে আমার জানা নেই। তাঁদের কারো হৃদয় নিজের প্রয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লে, ইল্মের জন্য একাগ্রচিত্ত হতে পারবেন না এবং ইল্ম সন্ধানের পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হবেন না। সুতরাং তাঁদেরকে কেবল ইল্ম সন্ধানের জন্য অবসরপ্রাপ্ত করাই উত্তম।' *(তাফসীরুল কাসেমী ৩/২৫০ দ্রঃ)*

৩। মুত্তাকী ও পরহেযগার লোক

আল্লাহর মালের তারাই বেশী হকদার, যারা তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করে, তাঁর যিক্র করে এবং ইল্ম অনুযায়ী আমল করে। তারা আপনার ঐ মাল নিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে সাহায্য নিবে। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি মু'মিন ব্যতীত আর কারো সাহচর্য গ্রহণ করো না এবং পরহেযগার মানুষ ছাড়া তোমার খাবার যেন অন্য কেউ না খায়।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৩৪১ নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যাকাত দিয়ে কোন গরীবের বিবাহ কার্যে সাহায্য করা যাবে। তবে পণ দিতে বা অবৈধ কোন অনুষ্ঠান করতে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়।

যাদের জন্য যাকাত খাওয়া বৈধ নয়

১। নাস্তিক, কাফের, মুনাফিক ও মুশরিক, মাযারী, (মতান্তরে বেনামাযী) ঃ

এদেরকে যাকাত দেওয়া বৈধ নয়। কারণ, মুআযের হাদীসে নির্দেশ হল, "তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের অভাবীদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৭২নং)*

এখানে 'তাদের' মানে মুসলিমদের, অতএব কাফেরকে যাকাত দেওয়া যাবে না। অবশ্য ইসলামে অনুরাগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য থাকলে ভিন্ন কথা। অবশ্য তাদেরকে মানবিকতার খাতিরে নফল দান দেওয়া যাবে।

২। নবীর বংশধর ঃ

মহানবী ﷺ-এর বংশধর; বানী হাশেম, আলী, আকীল, জা'ফর, আব্বাস ও হারেষের বংশধরের জন্য যাকাতের মাল বৈধ নয়।

৩। যার ভরণ-পোষণ করা ফরয ঃ

যার ভরণ-পোষণ করা ফরয তাকে যাকাতের মাল দেওয়া বৈধ নয়। যেমন পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পোতা-পোতিন, নাতিন-নাতনী, স্ত্রী প্রভৃতি।

৪। যে ব্যক্তি কোন হাতের কাজ কিংবা দৈনিক অথবা মাসিক বেতন দ্বারা রুযীপ্রাপ্ত হয়, এমন উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য যাকাতের মাল খাওয়া বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "এ মালে ধনী এবং কর্মক্ষম উপার্জনশীল ব্যক্তির জন্য কোন অংশ নেই।" *(আবূ দাউদ ১৬৩৩নং)*

সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আরকাম ؓ-এর মতে যারা নাহক যাকাতের মাল খায় তারা আসলে গরমের দিনে মোটা লোকের শরমগাহ ও বোগল ধোওয়া পানি খায়। *(মালেক, সহীহ তারগীব ৮০৭নং)*

অবশ্য মনের লোভ না রেখে না চাইতে পাওয়া গেলে তা নিয়ে ব্যবহার করায় অথবা অন্যকে দান করায় দোষ নেই।

উমার ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে দান দিতেন। কিন্তু আমি বলতাম, 'আমার থেকে বেশী অভাবী মানুষকে দিন।' তিনি বলতেন, "তুমি তা নিয়ে নাও। যখন তোমার কাছে এই মাল আসে, আর তোমার মনে লোভ না থাকে এবং তুমি তা যাচনাও না করে থাক, তাহলে তা গ্রহণ কর এবং তা নিজের মালের সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর তোমার ইচ্ছা হলে তা খাও, নতুবা দান করে দাও। এ ছাড়া তোমার মনকে তাতে ফেলে রেখো না।"

সালেম বিন আব্দুল্লাহ বিন উমার বলেন, 'এ কারণেই (আমার আব্বা) আব্দুল্লাহ

কারো কাছে কিছু চাইতেন না এবং তাঁকে কেউ কিছু দিতে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করতেন না। (বরং গ্রহণ করে নিতেন।) *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৫১০পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, গরীব মনে করে কোন ধনীকে যাকাত দিয়ে ফেললে তা আদায় হয়ে যাবে। *(আত্‌-তালখীসাত ৪২পৃঃ)*

জ্ঞাতব্য যে, দেওয়ার সময় সে যাকাতের হকদার কিনা তা জিজ্ঞাসা করা জরুরী নয়? তাতে মুসলিমের বেইজ্জতি হয়। যদি আপনি আপনার প্রবল ধারণায় মনে করেন যে, অমুক যাকাতের হকদার, তাহলে তাকে দিয়ে ফেলুন। হাত-পাতা ফকীর না হলেও সে মিসকীন হতে পারে। অতএব আপনার সাদকাহ আদায় ও কবুল হয়ে যাবে - ইন শাআল্লাহ।

যদি কোন মিসকীনকে আপনার দরজায় চাইতে দেখেও তাকে ধনী মনে হয়; যেমন হাতে ঘড়ি, চোখে চশমা, ভালো পোশাকও থাকে, তাহলে আপনার তাতে সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। কারণ, হয়তো বা তাকে সেসব কেউ দান করেছে। তার দাবী হল, সে গরীব। অতএব তার কথায় বিশ্বাস রেখে আপনি তাকে আপনার যাকাত দিতে পারেন, তা কবুল হয়ে যাবে।

উপার্জনে সক্ষম কর্মঠ লোক মনে হলে মিষ্টি কথায় তাকে নসীহত করে কামিয়ে খেতে বলুন। অসুবিধা ও ওযর গ্রহণযোগ্য মনে হলে তাকে দিন। অন্যথা যদি একশ শতাংশ নিশ্চিত হন যে, সে যাকাতের হকদার নয়, তাহলে তাকে দেবেন না।

বিদায়ী হজ্জের সময়ে আল্লাহর রসূল ﷺ সাদকাহ বিতরণ করছিলেন। এমন সময় দুটি লোক এসে তাঁর কাছে যাচ্ঞা করল। তিনি লোক দুটির দিকে নজর তুলে পুনরায় নামিয়ে নিলেন। দেখলেন, তারা উভয়ে কর্মক্ষম লোক। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি দিতে পারি। কিন্তু এ মালে কোন ধনী ও উপার্জনশীল কর্মঠ লোকের কোন অংশ নেই।" *(আবূ দাউদ ১৬৩৩নং)*

প্রকাশ থাকে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে চাইবে তাকে দেওয়া ওয়াজেব। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে চায়, তাকে দাও।" আর এই জন্য আল্লাহর দোহাই দিয়ে দুনিয়ার কিছু চাওয়া বৈধ নয়। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৫১২-৫১৩)*

এ ছাড়া একদা (বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি এক রাতে অজান্তে এক চোরকে সাদকাহ করল। সকালে সে জানতে পারল যে সে চোর ছিল। কিন্তু তাতে সে আল্লাহর প্রশংসা করল। তারপরের রাতে আবার অজান্তে এক বেশ্যাকে সাদকাহ করল। সকাল বেলায় তা জানতে পেরে তার জন্যও আল-হামদু লিল্লাহ পড়ল। তৃতীয় রাতেও অজান্তে এক ধনীর হাতে সাদকাহ দিল। সকালে তা জানতে পেরে আল্লাহর প্রশংসা করল। অতঃপর (নবী অথবা স্বপ্নযোগে) তাকে বলা হল যে, তোমার সাদকাহ কবুল হয়ে গেছে। আর সম্ভবতঃ তোমার ঐ দান নিয়ে চোর চুরি করা হতে বিরত হবে, বেশ্যা বেশ্যাবৃত্তি হতে তাওবাহ করবে এবং ধনী উপদেশ গ্রহণ করে দান করতে শিখবে। *(বুখারী, মুসলিম ১০২২নং)*

ভিখারী যখন দরজায় এসে দাঁড়ায় তখন তাকে কিছু না কিছু দিয়ে বিদায় করা কর্তব্য। যেহেতু উম্মে বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! অনেক সময় মিসকীন আমার দরজায় দাঁড়ায়, কিন্তু আমি তাকে কিছু দেওয়ার মত জিনিস পাই না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যদি একটি পোড়া খুর ছাড়া আর কিছু দেওয়ার মত না পাও, তাহলে তার হাতে তাই দিয়েই বিদায় দাও।" *(আবূ দাঊদ ১৬৬৭নং, তিরমিযী)*

যাকাত বাকী রেখে মারা গেলে

যাকাত আদায় না করে (আদায়ের ইচ্ছা না রেখেও) কেউ মারা গেলে মীরাস বন্টন করার আগে তা আদায় করে দেওয়া ওয়ারেসদের জন্য জরুরী। যেহেতু তা আল্লাহর প্রাপ্য ঋণ। এই ঋণ ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ ও অসিয়ত কার্যকর করার উপরে প্রাধান্য পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ﴾

অর্থাৎ, এ (ভাগ-বন্টন) তারা যা অসিয়ত করে তা কার্যকর করার পর এবং ঋণ পরিশোধের পর। *(সূরা নিসা ১১, ১২ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "অসিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর কোন

ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত নেই।” *(বাইহাকী, ইরওয়াউল গালীল ১৬৫৫ নং)*

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর ঋণ অধিক পরিশোধযোগ্য। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, ‘আমার বোন হজ্জ করার নযর মেনে মারা গেছে। (এখন কি করা যায়?) নবী ﷺ বললেন, “তার ঋণ বাকী থাকলে কি তুমি পরিশোধ করতে? লোকটি বলল, ‘হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “তাহলে আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করে দাও। কারণ, তা অধিক পরিশোধ-যোগ্য।” *(বুখারী ৬৬৯৯নং)*

অবশ্য অনেকে বলেছেন যে, যাকাত দিয়ে যদি ঋণ শোধ করার মত অর্থ না বাঁচে, তাহলে আধা-আধি করে নেওয়া উত্তম। অর্থাৎ, অর্ধেক টাকা দিয়ে যাকাত হিসাবে দিতে হবে এবং বাকী অর্ধেক দিতে হবে ঋণদাতাকে। এ ক্ষেত্রে ওয়ারেসীনদের হক থাকবে না। *(আল-মুমতে ৬/৫০)*

ঋণ নেওয়া টাকার যাকাত

ঋণে নেওয়া টাকা যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ হয় অথবা তা মিলিয়ে নিসাব পূর্ণ হয় এবং তা ব্যবসা ইত্যাদিতে থেকে বছর পূর্ণ হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে।

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যদি যাকাতের নিসাব পরিমাণ অর্থ থাকে এবং ঋণ পরিশোধ করার পরও নিসাব বহাল থাকে, তাহলে তাকে যাকাত অবশ্যই আদায় করতে হবে। অন্যথা ঋণ পরিশোধ করার পর যদি নিসাব বহাল না থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয নয়।

ঋণ পরিশোধ না করে যাকাত ফরয নয় মনে করা ঠিক নয়। সুতরাং ঋণ থাকলে আগে ঋণ পরিশোধ করে ফেলুন। তারপর যদি নিসাব পরিমাণ মাল থাকে তাহলে যাকাত দিন, নচেৎ না। আর ঋণ পরিশোধ না করলে এবং নিসাব পরিমাণ মাল সারা বছর জমা থাকলে আপনাকে যাকাত দিতে হবে।

জ্ঞাতব্য যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জমির ওশর অথবা পশুর যাকাত ফরয হলেও অনুরূপ তার উচিত আগে ঋণ পরিশোধ করা। অতঃপর নিসাব পরিমাণ থাকলে তার ওশর বা যাকাত আদায় করা।

ঋণে পড়ে থাকা টাকার যাকাত

নিসাব পরিমাণ টাকা কাউকে ঋণ দেওয়া থাকলে, কিছুর ভাড়া আদায় বাকী থাকলে, মালের মূল্য বকেয়া থাকলে, দেনমোহর বাকী থাকলে আদায় হওয়া মাত্র সেই বছরের যাকাত আদায় দিতে হবে। এর পূর্বের বছরগুলোর যাকাত লাগবে না। বলা বাহুল্য, যদি কোন এমন ব্যক্তি বা সংস্থাকে ঋণ দেওয়া থাকে, যার নিকট চাওয়া মাত্র পরিশোধ পাওয়া যাবে না, তাহলে এমন ঋণে দেওয়া টাকার যাকাত আদায় করা ফরয নয়। অবশ্য পরিশোধ পেলেই সেই বছরের যাকাত (বছর পূর্ণ না হলেও) আদায় করতে হবে।

তদনুরূপ হারিয়ে যাওয়া অথবা চুরি হয়ে যাওয়া মাল ফিরে পেলে ঐভাবেই যাকাত আদায় করতে হবে।

যেমন পেনশনের টাকা এক সাথে নিসাব পরিমাণ পেলে তার (১ বছরের) যাকাত সাথে সাথে আদায় করতে হবে। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৮/১৭৫)*

ব্যাংকে জমা রাখা টাকার যাকাত

ব্যাংকে জমা রাখা টাকা আমানত; তা যে কোন সময় তোলা যায়। অতএব তা নিসাব পরিমাণ হলে এবং বছর ঘুরলে ঋণদাতাকে সে টাকার বাৎসরিক যাকাত আদায় করতে হবে। তদনুরূপ কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে রাখা আমানতের টাকা; যা চাইবা মাত্র পাওয়া যাবে তারও যাকাত বাৎসরিক আদায় করা ফরয।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যাংকের সূদ হারাম। অতএব সে সূদে যাকাতও নেই।

শিশু, এতীম ও পাগলের মালে যাকাত

যাকাত ফরয হয় মালে। তাই তা ফরয হওয়ার জন্য মালিকের জ্ঞানসম্পন্ন ও সাবালক হওয়া শর্ত নয়। বলা বাহুল্য শিশু, এতীম ও পাগলের মালেও যাকাত ফরয। তাদের তরফ থেকে তাদের অভিভাবক (অলী বা অসী) হিসাব করে আদায়

করবে। এতে বাহ্য দৃষ্টিতে মাল কমতে থাকলেও বাস্তবে তাদের মালে বর্কত বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া অভিভাবকের উচিত, তাদের মাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করা। *(আল-মুমতে ৬/২৬-২৭)*

বায়তুল মাল বা ওয়াক্ফের মালে যাকাত নেই

সাদকাহ, যাকাত, দান বা ওয়াক্ফ প্রভৃতি খয়রাতি ফান্ডের (মসজিদ বা মাদ্রাসার) মাল (বা শস্য) নিসাব পরিমাণ হলেও তাতে যাকাত নেই। কারণ সে মাল আল্লাহর। আর তা আল্লাহর পথেই ব্যয় হবে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৮/১৫০, ১৬১, ২৫/৪৪, ৩০/১১৯)*

কোম্পানীর শরীকদের মালে যাকাত

কোম্পানীতে জমা করা টাকা অনেক হলেও প্রত্যেক শরীকের অর্থ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তবেই যাকাত ফরয। নচেৎ ফরয নয়। যার যত টাকা আছে তার পুঁজি ও মুনাফা সহ বাৎসরিক হিসাব করে প্রত্যেক শরীককে পৃথক পৃথক যাকাত আদায় করতে হবে। অবশ্য কোম্পানীর প্রধান এ হিসাবের দায়িত্ব নিয়ে প্রত্যেকের তরফ থেকে যাকাত বের করতে পারে। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৪/৩৩৪, ৮/১৬০)*

কোম্পানীর শেয়ারের যাকাতও অনুরূপ (বর্তমান মূল্য ধরে) প্রত্যেক বছর আদায় করতে হবে। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৮/১৯৭)*

জ্ঞাতব্য যে, শেয়ারের মূল্য দ্বারা যদি কোম্পানী ব্যবসা না করে; বরং তার দ্বারা যন্ত্রপাতি বা ভাড়ায় দেওয়ার মত কোন কিছু ক্রয় করে ভাড়া খাটায়, তাহলে শেয়ারের টাকায় যাকাত নেই। অবশ্য নিসাব পরিমাণ হলে তার (বৈধ) মুনাফায় বাৎসরিক যাকাত লাগবে। *(ঐ ১৮/১৯৯)*

যাকাত দেওয়ার সময় নিয়ত

যাকাত দেওয়ার সময় এই নিয়ত হওয়া জরুরী যে, সে যাকাত দিচ্ছে। কোন্ মালের যাকাত কার তরফ থেকে দিচ্ছে তা মনে মনে রাখতে হবে। নচেৎ যাকাত আদায় হবে না।

আমল ও ইবাদত শুদ্ধ-অশুদ্ধ এবং তাতে সওয়াব পাওয়া-নাপাওয়ার কথা নিয়তের উপর নির্ভরশীল। নিয়ত শুদ্ধ হলে আমল শুদ্ধ; নচেৎ না। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়, যার সে নিয়ত করে থাকে। যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব কোন বিষয় লাভের উদ্দেশ্যে হয়, সে ব্যক্তির তা-ই প্রাপ্য হয়। যার হিজরত কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হয়, তার প্রাপ্যও তাই। যে যে নিয়তে হিজরত করবে সে তাই পেয়ে থাকবে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১নং)*

যাকাত বা দান যদি সমাজের চাপে অথবা পরিবেশের কারণে অথবা কারো ভয়ে অথবা কারো লজ্জায়, অথবা সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলে তা অবশ্যই আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না এবং তার কোন সওয়াবও পাওয়া যাবে না। উল্টে পাপ ও তার শাস্তি হতে পারে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন যে, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ, দ্বিতীয় হচ্ছে ক্বারী বা আলেম এবং তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুজীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।'

অতঃপর ফিরিশ্তাবর্গকে হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং, নাসাঈ)*

রসূল ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।" *(ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)*

আবু উমামা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, সেই ব্যক্তি প্রসঙ্গে আপনার অভিমত কি, যে পারিশ্রমিক ও খ্যাতি লাভের আশায় যুদ্ধ করে? তার প্রাপ্য কি? উত্তরে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "তার কিছুও প্রাপ্য নয়।" লোকটি একই প্রশ্ন তিনবার পুনরাবৃত্তি করল। আল্লাহর রসূল ﷺ প্রত্যেকবারেই উত্তর দিলেন, "তার কিছুই প্রাপ্য নয়।" অতঃপর তিনি বললেন, "অবশ্যই আল্লাহ তাআলা কেবল মাত্র সেই আমলই গ্রহণ করবেন যা তাঁর জন্য বিশুদ্ধ এবং যার দ্বারা কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা করা হয়ে থাকে। (এবং যাতে অন্য উদ্দেশ্য থাকে না)। *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬ নং)*

কোন্ শ্রেণীর মাল যাকাতে দিতে হবে?

ভালো-মন্দ ও মধ্যম ধরনের মাল থাকলে যাকাতে দিতে হবে মধ্যম শ্রেণীর মাল; যেমন আগে বলা হয়েছে। তাতে কিন্তু খারাপ ধরনের মাল মোটেই দেওয়া যাবে না। নিজের বেলায় ভালোটি আর আল্লাহর বেলায় কালোটি করে ফাঁকিবাজ লোকেরা। বলে, 'আল্লাহ (বা ওরা) কি চাষ করে গিয়েছিল নাকি?' চুপ রহ বেঈমান! চাষ কি তুমি করেছিলে নাকি? চাষ করেন মহান আল্লাহ। হক তাঁরই। তবে তোমার এ কুটি কাটা কেন? পরের ধনে পোদ্দারি করে যার ধন তাকেই বুড়ো আঙ্গুল দেখাতে চাও? শুনো মহান সৃষ্টিকর্তা কি বলেন,

﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা যে বীজ বপন (চাষ) কর সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরাই কি তা (ফসল) উৎপন্ন কর, না আমিই উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে একে খড়-কুটায় পরিণত করতে পারি। আর তখন হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে তোমরা।--- *(সূরা ওয়াক্বিআহ ৬৩-৬৫ আয়াত)*

কেন আসল মালিককে ভালো জিনিসটা দেবে না? পাথরের মত ঝাড়া ধান তোমার, আর আল্লাহ তথা গরীব-মিসকীনদের ভাগে বান পাওয়া বা আগ-রাশের কিংবা কুটুরী মাড়া ধান! গোশ্ত্ তোমার আর চর্বি তাঁর? গোটাটি তোমার, আর ভাঙ্গাটি তাঁর। আল্লাহর সাথে এমন বেইনসাফি কেন? অথচ তিনি বলেন,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّآ أَخۡرَجۡنَا لَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ مِنۡهُ تُنفِقُونَ وَلَسۡتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغۡمِضُواْ فِيهِۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, সেই পবিত্র বিষয় হতে খরচ কর এবং তা হতে এরূপ কলুষিত বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না; এবং তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৭-২৬৮ আয়াত)*

যদি কোন মানুষকে উপহারে খারাপ জিনিস দেওয়া হয়, তাহলে সে লজ্জার খাতিরে চোখ বন্ধ করে ছাড়া গ্রহণ করে না। তাহলে সে মাল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিরূপে দেওয়া যেতে পারে?

অনেক চালাক মানুষ আছে, যারা গোপালভাঁড়ের মত ভগবানের ভাগ থেকে নিজের ভাগ কেটে নেয়! অর্থাৎ, বন্যা, ঝড় বা শিলাবৃষ্টিতে কিছু ধান নষ্ট হয়ে গেলে নিসাব পরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও আর ওশর বের করে না। মনে করে আল্লাহ তাঁর নিজের ভাগ নিজে দুর্যোগ দিয়ে কেটে নিয়েছেন!

যেমন গোপালভাঁড় একদিন পথ চলতে চলতে মানত মানল যে, 'যদি ১০ টাকা

কুড়িয়ে পাই, তাহলে ৫ টাকা ভগবানের নামে দান করব।' কিছু দূর চলার পর সে ৫ টাকা কুড়িয়ে পেল। তখন সে বলল, 'ভগবান তো নিজের ভাগ কেটেই নিয়েছে।' ফলে তার নামে দান না করে পুরোটাই নিজে কুক্ষিগত করে বসল!

যাকাত আদায় বা দান দিয়ে তা বরবাদ হয় কিভাবে?

কিছু কাজ বা কুঅভ্যাস আছে, যা দান করার সময় বা তার পরে করে ফেললে দান বরবাদ যায়, তার সওয়াব পাওয়া যায় না এবং উল্টে গোনাহও হয়। সেই শ্রেণীর কাজ বা স্বভাব নিম্নরূপ ঃ-

১। দান দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনার নিয়ত না করা, বরং তাতে লোক দেখানো, সুনাম কুড়ানো, প্রতিদান পাওয়া প্রভৃতি উদ্দেশ্য রাখা। যেহেতু আল্লাহর বান্দাগণ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই দান করে থাকেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ٩ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ١٠ ﴾

অর্থাৎ, আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। *(সূরা দাহর ৮- ১০ আয়াত)*

২। দান দিয়ে গর্ব করা, 'দিয়েছি-দিয়েছি' বলে গেয়ে বেড়ানো, কৃপা বা অনুগ্রহ প্রকাশ ঃ-

মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তির সহিত কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।” আবু যার্র ﷺ বললেন, ‘তারা কারা ? হে আল্লাহর রসূল! তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক।’ তিনি বললেন, “গাঁটের নিচে যে কাপড় ঝুলায়, কিছু দান করে ‘দিয়েছি’ বলে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।” *(মুসলিম ১০৬নং ও আসহা-বুস সুনান)*

৩। দান দেওয়ার সময় অথবা তার পরে গ্রহীতাকে অসঙ্গত কথা বলে কষ্ট দেওয়া, তাকে অপমান করা ঃ-

এ ব্যাপারে মহান প্রতিপালক বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَآ أَنفَقُوا۟ مَنًّا وَلَآ أَذًى ۙ لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ ۞ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তৎপর যা ব্যয় করে তজ্জন্য কৃপা প্রকাশও করে না এবং ক্লেশ দানও করে না তাদের জন্য তাদের প্রভুর নিকট পুরস্কার রয়েছে, বস্তুতঃ তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্ভাবনাগ্রস্তও হবে না। যে দানের পশ্চাতে থাকে ক্লেশ দান, সে দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য ও ক্ষমা উৎকৃষ্ট এবং আল্লাহ মহা সম্পদশালী, সহিষ্ণু। হে মুমিনগণ! কৃপা প্রকাশ ও ক্লেশ দান করে নিজেদের দানগুলো ব্যর্থ করে ফেলো না সে ব্যক্তির ন্যায় যে নিজের ধন ব্যয় করে লোক দেখানোর জন্য অথচ আল্লাহতে ও পরকালে সে বিশ্বাস করে না; ফলতঃ তার উপমা যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খন্ড, যার উপর কতকটা মাটি (জমে) আছে এ অবস্থায় উপস্থিত হল তাতে প্রবল বর্ষা, অনন্তর তা পরিষ্কৃত হয়ে

গেল; তারা যা অর্জন করেছে তন্মধ্য হতে কোন বিষয়েই তারা সুফল পাবে না এবং আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। *(সূরা বাকারাহ ২৬২-২৬৪ আয়াত)*

আর খবরদার যাচ্ঞাকারীকে ধমক দেবেন না। আর আপনি রাজা যত না বলবেন, আপনার পারিষদগণ হয়তো তার শতগুণ বলবে। সুতরাং তাদেরকেও মানা করে দিন, যাতে এমন ধৃষ্টতার কাজ না করে। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝٩ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝١٠ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝١١ ﴾

অর্থাৎ, অতএব তুমি পিতৃহীনের প্রতি কঠোর হয়ো না। আর প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করো না। তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করতে থাক। *(সূরা যুহা ৯-১১ আয়াত)*

দানশীল ব্যক্তির উচিত, তার দানকে ছোট ভাবা এবং এ কথাও খেয়ালে রাখা যে, দান করে সে প্রকৃতপক্ষে মিসকীনের প্রতি কোন অনুগ্রহ করছে না, বরং মিসকীনই তার দান গ্রহণ করে তাকে সওয়াবের অধিকারী করে তার (দাতার) প্রতি অনুগ্রহ করছে। যেহেতু মাল দাতার নয়। মাল তো আল্লাহর এবং দাতা হল তাঁর তরফ থেকে প্রতিনিধি ও বন্টনকারী।

ফরয হওয়া মাত্র যাকাত আদায় করতে হবে

বছর ঘুরতেই যথাসময়ে যাকাত আদায় করতে হবে। যেহেতু আদায় দিলে দায়িত্বমুক্ত হওয়া যাবে এবং হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে ঘাড়ে ঋণ হয়ে থেকে যাওয়ার ভয় দূর হয়ে যাবে। তাছাড়া ফল-শস্যের যাকাত তো ঝাড়াই-মাড়াই-এর দিন সত্বর আদায় করতেই হবে। যেহেতু সেটা আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম।

অবশ্য কোন কারণবশতঃ অথবা প্রয়োজনে দেরী করায় দোষ নেই। যেমন দোষ নেই আগে বের করে দেওয়ায়।

যাকাত ফরয হওয়ার পর মাল চুরি, নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে গেলে

যাকাত ফরয হওয়ার পর আদায় করার মত সময় পেয়েও যদি আদায়ে গাফলতি করতে করতে মাল চুরি, নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেও যাকাত মাফ হবে না। অবশ্য আদায়ের সময় পাওয়ার আগে অথবা নিজের কোন প্রকার গাফলতি ছাড়াই যদি নষ্ট বা চুরি হয়ে যায়, তাহলে যাকাত মাফ হয়ে যাবে। *(আল-মুমতে ৬/৪৭, ফিকহুস্ সুন্নাহ ১/৩৬০)*

তদনুরূপ বিধান যাকাত হিসাব করে বের করার পর নষ্ট বা চুরি হয়ে গেলে।

গত কয়েক বছরে যাকাত আদায় না দিয়ে থাকলে

না জানার কারণে, গাফলতি করে অথবা বখীলী করে গত বছরগুলিতে কেউ যাকাত না দিয়ে থাকলে, সঠিক হিসাব করে বিগত সমস্ত বছরগুলির যাকাত আদায় করা জরুরী। যা চলে গেছে, তা মাফ নয়। *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৬০)* যদি টাকার পরিমাণ গত বছরগুলিতে একই থাকে, তাহলে তা ৪০ ভাগে ভাগ করে ১ ভাগ (আড়াই শতাংশ) প্রথম বছরের যাকাত বের করার পর বাকী টাকাকে আবার ৪০ ভাগে ভাগ করে ১ ভাগ দ্বিতীয় বছরের যাকাত বের করুন। তারপর বাকী মাল আবার ৪০ ভাগে ভাগ করে এক ভাগ পরের বছরের যাকাত দিন। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৮/৩২-৩৩)*

যাকাত আদায়ে হিলা-বাহানা

যাকাত আদায়ে হিলা-বাহানা করা বা ফাঁকি দেওয়া বৈধ নয়। যেমন যাকাতের সময় ঋণ দিয়ে নিসাব থেকে কম করে দেওয়া অথবা দান করে দেওয়া। একত্রিত পশু বিক্ষিপ্ত করা অথবা বিক্ষিপ্ত পশু একত্রিত করা, বিক্রয় করা অথবা দান করে দেওয়া বৈধ নয়। *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৬১)*

যাকাতে মালের বদলে মূল্য

যাকাতে প্রয়োজনে সমশ্রেণীর মালের জায়গায় তার মূল্য নেওয়া-দেওয়া বৈধ। বিশেষ করে পশু, অলংকার ও পণ্যদ্রব্যে মূল্য দেওয়াটাই সহজ। *(ঐ ১/৩৬১)* তদনুরূপ ওশরের ধান বা গমের বদলে তার মূল্য দেওয়া দোষাবহ নয়। কিন্তু মূল্য দিতে হবে সঠিক হিসাব করে ১০ অথবা ২০ ভাগের এক ভাগ। *(মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ১৮/৮৫)*

এক জায়গার যাকাত অন্য জায়গায় বিতরণ

যে জায়গার যাকাত সেই জায়গারই হকদারদের মাঝে তা বিতরণ করতে হবে। যেহেতু মুআযের হাদীসে নির্দেশ হল, "তাদের ধনীদের কাছ থেকে নিয়ে তাদের অভাবীদের মাঝে বিতরণ করতে হবে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭৭২নং)*

অবশ্য সেই স্থানে হকদার না থাকলে, অথবা অন্য স্থানের লোক অধিক হকদার হলে অন্য স্থানে নিয়ে গিয়ে বন্টন করা বৈধ হবে।

নিজের যাকাত নিজে ক্রয় করা

যাকাত বের করার পর সেই যাকাত ক্রয় করা দাতার জন্য উচিত নয়। কারণ, মিসকীন দাতা বলে তার দাম কম নিলে নিজের যাকাতের কিছু অংশ নিজের কাছেই ফিরে আসার আশঙ্কা থাকে।

একদা উমার ﷺ আল্লাহর রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করলেন। অতঃপর দেখলেন সেই ঘোড়া বিক্রয় হচ্ছে। তিনি তা ক্রয় করতে চাইলেন। এ ব্যাপারে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, “তুমি তা ক্রয় করো না (যদিও তা তোমাকে এক দিরহামে দেয়) এবং তোমার দানে তুমি ফিরে যেয়ো না (ফিরিয়ে নিও না)।” *(বুখারী ১৪৮৯, মুসলিম ১৬২১, আবূ দাউদ ১৫৯৩নং)*

অবশ্য অপরের যাকাত নিজের অর্থ দিয়ে কিনতে পারা যায়। যেমন গরীবের নেওয়া যাকাত যদি কোন ধনীকে উপহার হিসাবে দেয়, তাহলে তা ধনীর জন্য নেওয়া বৈধ।

একদা বারীরাহকে সাদকার গোশ্ত্ দেওয়া হলে তিনি সেই থেকে কিছু গোশ্ত্ আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেন। তিনি এ কথা জেনে বলেন, “এটা তার জন্য সাদকাহ, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া (উপঢৌকন)।” *(বুখারী ১৪৯৫, মুসলিম ১০৭৪, আবূ দাউদ ১৬৫৫নং)*

দান দিয়ে ফেরৎ নেওয়া

কিছু লোকের অভ্যাস আছে, যারা দান দেয়; কিন্তু যাকে দিয়েছে তার সাথে কোন প্রকার মতভেদ বা মনোমালিন্য হলে তা ফেরৎ নেয়। এমন লোকেদের এমন অভ্যাস খুবই নিকৃষ্ট।

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি তার দানকৃত জিনিস ফেরৎ নেয় সে ব্যক্তির উদাহরণ ঐ কুকুরের মত যে বমি করে অতঃপর সেই বমি আবার চেঁটে খায়।” *(বুখারী ২৬২১, ২৬২২, মুসলিম ১৬২২নং, আসহাবে সুনান)*

যাকাত গ্রহণকারীর কর্তব্য

যাকাত গ্রহণকারীর বিভিন্ন আদব আছে ইসলামে। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

(১) তাকে যাকাতের হকদার হতে হবে। অন্য কথায় কুরআনে বর্ণিত ৮ শ্রেণীর মধ্যে এক শ্রেণীভুক্ত হতে হবে।

(২) যা পাচ্ছে তাতে সন্তুষ্ট হতে হবে। দানকে তুচ্ছ ও ছোট মনে না করে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু সে দান আসলে আল্লাহর।

(৩) দাতার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে হবে। কারণ, যে মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না সে আসলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।

(৪) যাকাত দাতার জন্য দুআ করবে; বলবে, "স্বাল্লাল্লাহু আলাইক।" অর্থাৎ, আল্লাহ তোমার প্রতি করুণা বর্ষণ করুক। অথবা "আল্লাহুম্মা স্বাল্লি আ'লা আ-লি ফুলান।" অর্থাৎ, হে আল্লাহ! অমুকের পরিবারবর্গের প্রতি করুণা বর্ষণ কর। (ফুলান-এর স্থলে দাতার নাম নেবে।)

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তাদের ধন-সম্পদ হতে সাদকাহ গ্রহণ কর, যার দ্বারা তুমি তাদেরকে পাক-সাফ করে দেবে আর তাদের জন্য দুআ কর, নিঃসন্দেহে তোমার জন্য দুআ হচ্ছে তাদের জন্য শান্তির কারণ। আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন। *(সূরা তাওবাহ ১০৩ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তোমাদের কোন উপকার করে তোমরা তার প্রতিদান দাও। যদি প্রতিদান দেওয়ার মত কিছু না পাও, তাহলে তার জন্য দুআ কর। যাতে তোমরা মনে করতে পার যে, তোমরা তার প্রতিদান দিয়েছ।" *(আহমাদ ২/৬৮, আবূ দাউদ ১৬৭২, নাসাঈ)*

(৫) প্রয়োজনের বেশী চাইবে না। ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলে অথব প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেলে আর চাওয়া বৈধ নয়।

যাকাত আদায়ে সীমালংঘন ও খেয়ানত

আদায় করতে গিয়ে কোন উপহার (ঘুষ) গ্রহণ করা, জোর-যুলম করে আদায় করা, খেয়ানত করা ইত্যাদি হারাম।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে আমরা যাকাত আদায়কারীরূপে নির্বাচন করেছি এবং তার উপর তার রুজী (পারিশ্রমিক) নির্ধারিত করেছি সে ব্যক্তি তা ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে তবে তা খেয়ানত।" *(আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৭৭৪নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ যখন তাঁকে (যাকাৎ) সদকাহ আদায় করার জন্য প্রেরণ করলেন তখন বললেন, "হে আবূ অলীদ! তুমি আল্লাহকে ভয় কর। তুমি যেন কিয়ামতের দিন (নিজ ঘাড়ে) কোন চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই অথবা মেঁ-মেঁ রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হয়ো না। (উবাদাহ) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ব্যাপার কি সত্যই তাই?' বললেন, "হ্যাঁ, তাই। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে।" (উবাদাহ) বললেন, 'তাহলে সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যের সাথে প্রেরণ করেছেন! আমি আপনার (বাইতুল মালের) কোন ব্যাপারে কখনো চাকুরী করব না।' *(ত্বাবারানীর কাবীর, সহীহ তারগীব ৭৭৫নং)*

আবূ হুমাইদ সায়েদী رضي الله عنه বলেন, নবী ﷺ আযদের ইবনে লুতবিয়্যাহ নামক এক ব্যক্তিকে যাকাত আদায় করার কাজে কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সে ব্যক্তি (আদায়কৃত মাল সহ) ফিরে এসে বলল, 'এটা আপনাদের (বায়তুল মালের), আর এটা আমাকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ উঠে দন্ডায়মান হয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে বললেন, "অতঃপর বলি যে, আল্লাহ আমাকে যে সকল কর্মের অধিকারী করেছেন তার মধ্য হতে কোনও কর্মের তোমাদের কাউকে কর্মচারী নিয়োগ করলে সে ফিরে এসে বলে কি না, 'এটা আপনাদের, আর এটা উপহার স্বরূপ আমাকে দেওয়া হয়েছে!' যদি সে সত্যবাদী

হয় তবে তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থেকে দেখে না কেন, তাকে কোন উপহার দেওয়া হচ্ছে কিনা? আল্লাহর কসম; তোমাদের মধ্যে যে কেউ কোন জিনিস অনধিকার গ্রহণ করবে সে কিয়ামতের দিন তা নিজ ঘাড়ে বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে। অতএব আমি যেন অবশ্যই চিনতে না পারি যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজ ঘাড়ে চিঁহিঁ-রববিশিষ্ট উঁট, অথবা হাম্বা-রববিশিষ্ট গাই, অথবা মেঁ-মেঁ-রববিশিষ্ট ছাগল বহন করা অবস্থায় আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করেছ।”

আবূ হুমাইদ ﷺ বলেন, অতঃপর নবী ﷺ তাঁর উভয় হাতকে উপর দিকে এতটা তুললেন যে, তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা গেল। অতঃপর বললেন, “হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিলাম?” *(বুখারী ৬৯৭৯, মুসলিম ১৮৩২নং, আবূ দাঊদ)*

বলা বাহুল্য, যাকাতের টাকা চুরি বা জালিয়াতি করা, জাল চেক নিয়ে আদায়কারী অথবা ৫ কেজিকে ৫ টাকা করে অথবা ৫০ কে ৫ করে তসরুফকারী মাগারামের যে কি অবস্থা হবে তা বলাই বাহুল্য।

ফিতরার যাকাত

(বই ‘রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল’ দ্রঃ)

যাকাত ছাড়াও মালের হক আছে

মাল আল্লাহর। তাতে যেমন বড়লোকের হক আছে, তেমনি আছে গরীবের। ধনী মানুষ যে যাকাত গরীবকে দেয়, তা তার অনুগ্রহ বা ইহসানী নয়। বরং এটা তার জন্য দেওয়া ফরয, যা আল্লাহর হক। কিন্তু এ ছাড়াও নফল হিসাবে দান করা তার কর্তব্য। আর সেটাই হবে তার অনুগ্রহ প্রকাশ ও ইহসানী করা।

বলা বাহুল্য, যদিও আলু, পিঁয়াজ প্রভৃতি সব্জিতে ওশর নেই, তবুও তা থেকে দান করা দানীর কর্তব্য।

দান-খয়রাত করার ফযীলত

দান করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য কম নয় ইসলামে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَـَٔاتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও স্বীয় জীবনের প্রতিষ্ঠার জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উপমা যেমন উর্বর ভূভাগে অবস্থিত একটি উদ্যান তাতে প্রবল বৃষ্টিধারা পতিত হয়। ফলে সেই উদ্যান দ্বিগুণ খাদ্য শস্য দান করে; কিন্তু যদি তাতে বৃষ্টিপাত না হয় তবে শিশিরই যথেষ্ট এবং তোমরা যা করছ আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী। *(সূরা বাকারাহ ২৬৫ আয়াত)*

﴿ لَّا خَيْرَ فِى كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَىٰهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَٰحٍۭ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে দান-খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয়, তাতে কল্যাণ আছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে তাকে আমি মহাপুরস্কার দেব। *(সূরা নিসা ১১৪ আয়াত)*

﴿ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও যার প্রসারতা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সদৃশ ওটা ধর্মভীরুদের জন্য নির্মিত হয়েছে; যারা

সচ্ছলতা ও অভাবের মধ্যে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষদেরকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। *(সূরা আল ইমরান ১৩৩- ১৩৪ আয়াত)*

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرَ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَٰتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَٰتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِى رَحْمَتِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর এই মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি (কালের) আবর্তনসমূহের প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত হয়, আর আল্লাহ খুব শুনেন, খুব জানেন। আর মরুবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি (পূর্ণ) ঈমান রাখে আর যা কিছু ব্যয় করে তা আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের উপকরণরূপে গ্রহণ করে; স্মরণ রাখো, তাদের এই ব্যয়কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহর) নৈকট্য লাভের কারণ,; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে নিজের রহমতে দাখিল করে নিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ হচ্ছেন অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। *(সূরা তাওবাহ ৯৮-৯৯ আয়াত)*

﴿ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ۗ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَىٰهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا۟ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ ﴾

অর্থাৎ, যে কোন বস্তু তোমরা ব্যয় কর না কেন অথবা যে কোন প্রতিজ্ঞা (নযর) তোমরা গ্রহণ কর না কেন আল্লাহ নিশ্চয়ই তা অবগত হন আর অত্যাচারীগণের

কোনই সাহায্যকারী নেই। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট। আর যদি তোমরা তা গোপনভাবে কর ও গরীবদেরকে দাও তবে তা তোমাদের জন্য বেশী উত্তম। এতে তিনি তোমাদের কিছু পাপ মোচন করবেন। বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষরূপে অবহিত। তাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্ব তোমার উপর নেই বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তোমরা ধন-সম্পদ হতে যা ব্যয় কর বস্তুতঃ তা তোমাদের নিজেদের জন্য। আর একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ লাভের চেষ্টায় ব্যতীত (অন্য কোন উদ্দেশ্যে) অর্থ ব্যয় করো না; এবং তোমরা শুদ্ধ সম্পদ হতে যা ব্যয় করবে তা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রাপ্ত হবে, আর তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না। *(সূরা বাকারাহ ২৭০-২৭২ আয়াত)*

﴿ إِنَّمَآ أَمۡوَٰلُكُمۡ وَأَوۡلَٰدُكُمۡ فِتۡنَةٞۚ وَٱللَّهُ عِندَهُۥٓ أَجۡرٌ عَظِيمٞ ﴿١٥﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرٗا لِّأَنفُسِكُمۡۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ﴿١٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষার বিষয়। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর, শুন আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদেরই নিজেদেরই কল্যাণে। যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই হবে সফলকাম। *(সূরা তাগাবুন ১৫- ১৬ আয়াত)*

﴿ أَلَمۡ يَعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقۡبَلُ ٱلتَّوۡبَةَ عَنۡ عِبَادِهِۦ وَيَأۡخُذُ ٱلصَّدَقَٰتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারা কি এটা অবগত নয় যে, আল্লাহই নিজ বান্দাদের তাওবাহ কবুল করেন, আর তিনিই দান-খয়রাত কবুল করে থাকেন আর এটাও যে, আল্লাহ হচ্ছেন তওবাহ কবুল করতে এবং অনুগ্রহ করতে পূর্ণ সামর্থ্যবান। *(সূরা তাওবাহ ১০৪ আয়াত)*

﴿ فَأَمَّا مَنۡ أَعۡطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡيُسۡرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنۢ

بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ﴿١٠﴾

অর্থাৎ, সুতরাং কেউ দান করলে, সংযত হলে এবং সদ্বিষয়কে সত্য জ্ঞান করলে, অচিরেই আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর সদ্বিষয়ে মিথ্যারোপ করলে অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। *(সূরা লাইল ৫- ১০ আয়াত)*

যাকাত প্রদান করা এবং দানশীলতা মুমিনদের গুণ ঃ-

﴿ إِنَّ ٱلۡمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٖ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمۡ رَبُّهُمۡۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَبۡلَ ذَٰلِكَ مُحۡسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُواْ قَلِيلٗا مِّنَ ٱلَّيۡلِ مَا يَهۡجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِٱلۡأَسۡحَارِ هُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿١٨﴾ وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ﴿١٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, সেদিন মুত্তাকীরা থাকবে প্রস্রবণ বিশিষ্ট জান্নাতে। উপভোগ করবে তা যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে প্রদান করবেন: কারণ পার্থিব জীবনে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। তারা রাত্রির সামান্য অংশই অতিবাহিত করতো নিদ্রায়। রাত্রির শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো। এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতের হক। *(সূরা যারিয়াত ১৫- ১৯ আয়াত)*

﴿ وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ﴿٧١﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর মুমিন পুরুষরা ও মুমিন নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ বিষয়ের আদেশ দেয় এবং অসৎ বিষয় হতে নিষেধ করে, আর নামাযের পাবন্দী করে ও যাকাত প্রদান করে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ মেনে চলে এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই করুণা বর্ষণ করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয়, ক্ষমতাবান হিকমতওয়ালা। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

﴿ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ﴿٤١﴾

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের আদেশ করবে ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করবে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে। *(সূরা হজ্জ্ব ৪১ আয়াত)*

﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ حَقّٗاۚ لَّهُمۡ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمۡ وَمَغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ ﴿٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে। এরাই সত্যিকারের ঈমানদার। এদের জন্য রয়েছে তাদের প্রতিপালকের সন্নিধানে উচ্চ পদসমূহ আরও রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। *(সূরা আনফাল ৩-৪ আয়াত)*

﴿ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ لَهُمۡ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ﴿٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ ও তদীয় রসূল ﷺ-এর প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা হতে ব্যয় কর। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও ব্যয় করে, তাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার। *(সূরা হাদীদ ৭ আয়াত)*

﴿ وَبَشِّرِ ٱلۡمُخۡبِتِينَ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ وَٱلصَّٰبِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمۡ وَٱلۡمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর সুসংবাদ দাও বিনীতজনকে; যাদের হৃদয় ভয়-কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে, যারা তাদের বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং নামায কায়েম করে ও আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। *(সূরা হজ্জ্ব ৩৪-৩৫ আয়াত)*

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدۡرَءُونَ بِٱلۡحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তাদেরকে ডবল পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে কারণ, তারা ধৈর্যশীল এবং তারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবিলা করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে তারা ব্যয় করে। *(সূরা ক্বাসাস ৫৪ আয়াত)*

﴿ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর ছোট বড় যা কিছু তারা ব্যয় করে, আর যত প্রান্তর তাদের অতিক্রম করতে হয় তাও তাদের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়, যাতে আল্লাহ তাদের কৃতকর্মসমূহের অতি উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। *(সূরা তাওবাহ ১২১ আয়াত)*

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَـٰبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَـٰرَةً لَّن تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের যার কোন ক্ষয় নেই। এজন্য যে, আল্লাহ তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও গুণগ্রাহী। *(সূরা ফাতির ২৯-৩০ আয়াত)*

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা রাত্রে ও দিবসে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে, তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। *(সূরা বাকারাহ ২৭৪ আয়াত)*

﴿ وَأَنفِقُوا۟ مِن مَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَّرْتَنِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴿١٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য অবকাশ দিলে আমি সদকাহ করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। *(সূরা মুনাফিকূন ১০ আয়াত)*

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَـٰعَةٌ ۗ وَٱلْكَـٰفِرُونَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ ﴿٢٥٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদিগকে যে উপজীবিকা দান করেছি, তা হতে সে কাল সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর, যাতে ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই। আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৪ আয়াত)*

﴿ قُل لِّعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَـٰهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَـٰلٌ ﴿٣١﴾ ﴾

অর্থাৎ, আমার বান্দাদের মধ্যে যারা মুমিন তাদেরকে বল, নামায কায়েম করতে এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করতে সেদিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় ও বন্ধুত্ব থাকবে না। *(সূরা ইব্রাহীম ৩১ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "পাঁচটি জিনিসের পূর্বে পাঁচটি জিনিসের যথার্থ সদ্ব্যবহার করো; তোমার মরণের পূর্বে তোমার জীবনকে, তোমার অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্থতাকে, ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে, বার্ধক্যের পূর্বে তোমার যৌবনকালকে এবং দরিদ্রতার পূর্বে তোমার ধনবত্তাকে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১০৭৭৭ নং)*

দান করে দোযখ থেকে নিজেকে মুক্ত করা যায়। আদী বিন হাতেম رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হয়। যদি এক টুকরা খেজুরও না পাও তবে উত্তম কথা বলে।" *(বুখারী ১৪১৭ নং, মুসলিম ১০১৬ নং)*

ধনীর ধনের হিসাব লাগবে কিয়ামতে। হিসাবের জন্যই ধনীদের বেহেশ্তে যেতে

দেরী হবে। মহানবী ﷺ বলেন, “পাঁচটি বিষয়ে কৈফিয়ত না দেওয়ার পূর্বে কিয়ামতের দিন কোন মানুষের পা সরবে না--- (তন্মধ্যে একটি বিষয় হল এই যে,) সে তার ধন-সম্পদ কোন্ উপায়ে অর্জন করেছে এবং কোন্ পথে তা ব্যয় করেছে?” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ১২১ নং)*

দান করলে সেই দান জমা থাকে আখেরাতে। দানবীর নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, ‘বান্দা বলে, আমার মাল, আমার মাল।’ অথচ তার আসল মাল হল তাই, যা খেয়ে শেষ করেছে অথবা পরে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে জমা রেখেছে। এ ছাড়া যা কিছু তার সবই চলে যাবে এবং লোকের জন্য ছেড়ে যাবে।” *(মুসলিম)*

একদা নবী-পরিবারে একটি ছাগল যবেহ করে তার গোশ্ত্ দান করা হল। আল্লাহর রসূল ﷺ এসে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আর কি বাকী আছে?” আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বললেন, ‘তার কাঁধের গোশ্ত্ ছাড়া আর কিছুই বাকী নেই।’ মহানবী ﷺ বললেন, “বরং তার কাঁধের গোশ্ত্ ছাড়া সবটাই বাকী আছে।” *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৮৫৯নং)*

দান করলে মাল কমে যায় না। বরং তাতে বর্কত ও বৃদ্ধি হয়। গণনায় না হলেও কার্যক্ষেত্রে তা প্রকাশ পায়, চাহে তা বান্দা বুঝতে পারুক অথবা না-ই পারুক। মহানবী ﷺ বলেন, “দান করলে মাল কমে যায় না। ক্ষমাশীলতার কারণে আল্লাহ বান্দার সম্মান বর্ধিত করেন এবং যে কেউ আল্লাহর ওয়াস্তে বিনয়ী হয়, আল্লাহ তাকে সমুন্নত করেন।” *(মুসলিম, তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, “এক ব্যক্তি বৃক্ষহীন প্রান্তরে মেঘ থেকে শব্দ শুনতে পেল, ‘ওমুকের বাগানে বৃষ্টি বর্ষণ কর।’ অতঃপর সেই মেঘ সরে গিয়ে কালো পাথুরে এক ভূমিতে বর্ষণ করল। সেখান থেকে নালা বেয়ে সেই পানি বইতে শুরু করল। লোকটি সেই পানির অনুসরণ করে কিছু দূর গিয়ে দেখল, একটি লোক কোদাল দ্বারা নিজ বাগানের দিকে পানি ঘুরাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ‘তোমার নাম কি ভাই?’ বলল, ‘অমুক।’ এটি ছিল সেই নাম, যে নাম মেঘের আড়ালে সে শুনেছিল। বাগান-ওয়ালা বলল, ‘ওহে আল্লাহর বান্দা! তুমি আমার নাম কেন জিজ্ঞাসা করলে?’ লোকটি বলল, ‘আমি মেঘের আড়াল থেকে তোমার নাম ধরে তোমার বাগানে বৃষ্টি

বর্ষণ করতে আদেশ শুনলাম। তুমি কি এমন কাজ কর?’ বাগান-ওয়ালা বলল, ‘এ কথা যখন বললে, তখন বলতে হয়; আমি এই বাগানের উৎপন্ন ফল-ফসলকে ভেবে-চিন্তে তিন ভাগে ভাগ করি। অতঃপর তার এক ভাগ দান করি, এক ভাগ আমি আমার পরিজন সহ খেয়ে থাকি এবং বাকী এক ভাগ বাগানের চাষ-খাতে ব্যয় করি।” *(মুসলিম)*

যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে, তারা নিষ্পাপ ফিরিশ্তার কাছে বর্কতের দুআ পেয়ে থাকে। আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন “বান্দা প্রত্যহ প্রভাতে উপনীত হলেই দুই ফিরিশ্তা (আসমান হতে) অবতরণ করে ওঁদের একজন বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি দানশীলকে প্রতিদান দাও।’ আর দ্বিতীয়জন বলেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি কৃপণকে ধ্বংস দাও।” *(বুখারী ১৪৪২ নং, মুসলিম ১০১০ নং)*

উক্ত আবু হুরাইরা ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আমাকে বলেছেন যে, ‘তুমি (অভাবীকে) দান কর আমি তোমাকে দান করব।” *(মুসলিম ৯৯৩ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُۥ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿٣٩﴾ ﴾

অর্থাৎ, বল আমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার প্রতিদান দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। *(সূরা সাবা ৩৯ আয়াত)*

একটি দান করলে তার প্রতিদান সাত শ গুণ পাওয়া যায় আল্লাহর কাছে; মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা যেমন একটি

শস্য বীজ, তা হতে উৎপন্ন হল সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে (উৎপন্ন হল) শত শস্য, এবং আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন বর্ধিত করে দেন, বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা মহাজ্ঞানী। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬১ আয়াত)*

এক ব্যক্তি দান করার জন্য একটি লাগাম লাগানো উঁটনী নিয়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, 'এটি আল্লাহর রাস্তায় (দান করলাম)। এ কথা শুনে তিনি তাকে বললেন, "এর বিনিময়ে কিয়ামতের দিন তুমি ৭০০ টি উঁটনী পাবে; যাদের প্রত্যেকটি মুখে লাগাম লাগানো থাকবে।" *(মুসলিম)*

আবু হুরাইরা ﵁ প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি (তার) বৈধ উপায়ে উপার্জিত অর্থ থেকে একটি খেজুর পরিমাণও কিছু দান করে - আর আল্লাহ তো বৈধ অর্থ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণই করেন না - সে ব্যক্তির ঐ দানকে আল্লাহ ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঐ ব্যক্তির জন্য লালন-পালন করেন যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্ব-শাবককে লালন-পালন করে থাকে। পরিশেষে তা পাহাড়ের মত হয়ে যায়।" *(বুখারী ১৪১০নং, মুসলিম ১০১৪নং)*

মহান প্রতিপালক আমাদের নিকট থেকে ঋণ চান এবং সেই সাথে বহুগুণ মুনাফা দেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন,

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾ ﴾

অর্থাৎ, কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দান করবে- উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তা তার জন্য বহুগুণে বর্ধিত করে দেবেন? আর আল্লাহই রুযী সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন এবং তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যানীত হবে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৪৫ আয়াত)*

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ ﴾

অর্থাৎ, কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ দান করবে- উত্তম ঋণ; অতঃপর আল্লাহ তা তার জন্য দ্বিগুণ-বহুগুণে বর্ধিত করে দেবেন এবং তার জন্য হবে মহাপুরস্কার? *(সূরা হাদীদ ১১ আয়াত)*

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَـٰتِ وَأَقْرَضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَـٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় দানশীল পুরুষ ও দানশীলা নারী এবং যারা আল্লাহকে ঋণ দান করে, তাদেরকে দেওয়া হবে বহুগুণ বেশী এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার? *(সূরা হাদীদ ১৮ আয়াত)*

আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ কৃপণ ও দানশীল ব্যক্তির উপমা বর্ণনা করে বলেন, (ওদের উপমা) দুটি লোকের মত যাদের পরিধানে থাকে একটি করে লোহার জুব্বা। তাদের হাতদুটি বুক ও টুঁটির সাথে জড়ীভূত। এরপর দানশীল যখনই একটি কিছু দান করে তখনই সেই জুব্বা তার দেহে ঢিলা হয়ে যায়, এমনকি (ঢিলার কারণে) তা তার আঙ্গুলগুলোকেও ঢেকে ফেলে এবং তার পদচিহ্ন (পাপ বা ত্রুটি) মুছে দেয়। পক্ষান্তরে কৃপণ যখনই দান করার ইচ্ছা করে তখনই সেই জুব্বা তার দেহে আরো এঁটে যায় এবং প্রতিটি কড়া তার নিজের জায়গা বসে যায়।" বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা) বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে দেখেছি, তিনি তাঁর আঙ্গুল নিজের জামার বুকের খোলা অংশে রেখে ইঙ্গিত করলেন। তুমি তাঁকে দেখলে দেখতে, তিনি জুব্বাকে ঢিলা করতে চেষ্টা করলেন অথচ তা ঢিলা হল না। *(বুখারী ৫৭৯৭ নং, মুসলিম ১০২১ নং)*

দান করা দেখে হিংসা করা উচিত। মহানবী ﷺ বলেন, "দুটি বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে হিংসা বৈধ নয়; সেই ব্যক্তির হিংসা করা যায়, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ মাল দিয়েছেন, ফলে সে তা হক পথে ব্যয় করে এবং সেই ব্যক্তির হিংসা করা যায়, যে ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞান দান করেছেন, ফলে সে তার দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে এবং তা লোককে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৭৩, মুসলিম ৮১৬নং)*

সাদকায় রোগমুক্তি আছে। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা সদকাহ দ্বারা কর।" *(সহীহুল জামে ৩৩৫৮নং)*

দান-খয়রাত করলে পাপ মাফ হয়। মহান আল্লাহ দানশীল মানুষকে ক্ষমা করে থাকেন। তিনি বলেন,

﴿ إِن تُقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَـٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান কর, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তা বহুগুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল। *(সূরা তাগাবুন ১৭ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, "সদকাহ গোনাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।" *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূ য়্যা'লা, হাকেম, সহীহ তারগীব ৮৬৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "(কিয়ামতের মাঠে রৌদ্রতপ্ত দিনে) সমস্ত লোকেদের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক মানুষ তার সাদকার ছায়াতলে অবস্থান করবে।"

এ হাদীস শ্রবণ করে আবু মারষাদ কোন দিন ভুলেও কিছু না কিছু সদকাহ করতে ছাড়তেন না। হয় কেক, না হয় পিঁয়াজ (ছোট কিছুও) তিনি দান করতেন। *(আহমাদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৮৭২নং)*

নবী ﷺ আরো বলেন, "সদকাহ অবশ্যই কবরবাসীর কবরের উত্তাপ ঠান্ডা করে দেবে এবং মুমিন কিয়ামতে তার ছায়াতে অবস্থান করবে।" *(ত্বাবাঃ কাবীর, বাঃ, সঃতাঃ ৮৭৩নং)*

আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সেই দানই উত্তম, যার পরে অভাব আসে না। উপরের (দাতার) হাত নিচের (গ্রহিতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। আর তোমার নিকট আত্মীয় থেকে দান শুরু কর।"

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه বলেন, (মাল না থাকলে) তোমার বিবি তোমাকে বলবে, 'আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে তালাক দাও।' তোমার দাস বা দাসী বলবে, 'আমার খরচ দাও, নচেৎ আমাকে বিক্রি করে দাও।' তোমার ছেলে বলবে, 'আমাকে কার ভরসায় ছেড়ে যাবেন?' *(বুখারী ৫৩৫৫নং, ইবনে খুযাইমাহ)*

সাদকায়ে জারিয়ার মাহাত্ম্য

আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তান মারা গেলে তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অবশ্য তিনটি আমল বিচ্ছিন্ন হয় না; সদকাহ জা-রিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম), লাভদায়ক ইল্‌ম, অথবা নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে থাকে।" *(মুসলিম ১৬৩১নং প্রমুখ)*

আবু হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

"মুমিনের মৃত্যুর পর তার আমল ও পুণ্যকর্মসমূহ হতে নিশ্চিতভাবে যা এসে তার সহিত মিলিত হয় তা হল; সেই ইল্‌ম, যা সে শিক্ষা করে প্রচার করেছে অথবা নেক সন্তান যাকে রেখে সে মারা গেছে, অথবা কুরআন শরীফ যা সে মীরাসরূপে ছেড়ে গেছে, অথবা মসজিদ যা সে নিজে নির্মাণ করে গেছে, অথবা মুসাফিরখানা যা সে মুসাফিরদের সুবিধার্থে নির্মাণ করে গেছে, অথবা পানির নালা যা সে (সেচ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে) প্রবাহিত করে গেছে, অথবা সদকাহ যা সে নিজের মাল থেকে তার সুস্থ ও জীবিতাবস্থায় বের (দান) করে গেছে এসব কর্মের সওয়াব তার মৃত্যুর পরও তার সাথে এসে মিলিত হবে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, ইবনে খুযাইমাহ ভিন্ন শব্দে, সহীহ তারগীব ১০৭নং)*

স্ত্রীর দান করার ফযীলত

স্ত্রী নিজের মাল স্বামীর অনুমতি ছাড়াই আল্লাহর পথে খরচ করতে পারে। কিন্তু মাল স্বামীর হলে তার অনুমতিক্রমেও স্ত্রী দান করতে পারে। আর তার রয়েছে পৃথক মাহাত্ম্য।

আয়েশা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী ﷺ বলেছেন, মহিলা যখন তার (স্বামী) গৃহের খাদ্য হতে (অনিষ্ট বা) অপব্যয় না করে (ক্ষুধার্তকে) দান করে তখন তার জন্য তার দান করার সওয়াব হয়। তার স্বামীর জন্য তার উপার্জন করার সওয়াব লাভ হয়। আর অনুরূপ সওয়াব লাভ হয় খাজাঞ্চীরও। ওদের কেউই কারো সওয়াব কিছুমাত্র কমিয়ে দেয় না।" *(বুখারী ১৪৪১ নং, মুসলিম ১০২৪ নং)*

স্বামীর অনুমতি না হলে স্ত্রী স্বামীর মাল খরচ করতে পারে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন তার ঘর থেকে কোন কিছু দান না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও দান করতে পারে না কি?' তিনি বললেন, "খাবার তো আমাদের সর্বোত্তম মাল।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৪৩নং)*

কি নিয়মে দান করবেন?

দান দিলেই দান কবুল হয় না। আবার সব ধরনের দানও গৃহীত হয় না। এ জন্যই দাতাকে দান করার সময় কিছু আদব খেয়াল রাখতে হয়। যেমন ঃ-

মুনাফেকী বর্জন করা

সমাজে কিছু মানুষ আছে মুনাফেক। যারা টুপী লাগিয়ে মসজিদে আসে এবং কোন স্বার্থে ইসলামের কাজ দেখাবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের মন থেকে তা করে না। আসলে তারা মুনাফেক। তারা যদি লক্ষ টাকা দানও করে তবুও অন্যান্য ইবাদতের মত তাদের সে দান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে না। কারণ, ঈমানের মূল ভিত্তি তাদের নেই। এ ব্যাপারে অন্তর্যামী আল্লাহ বলেন,

﴿ قُلْ أَنفِقُوا۟ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ ﴿٥٣﴾

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَٰتُهُمْ إِلَّآ أَنَّهُمْ كَفَرُوا۟ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِۦ وَلَا يَأْتُونَ

ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَٰرِهُونَ ﴿٥٤﴾ ﴾

তুমি (আরও) বলে দাও, তোমরা সন্তুষ্ট-চিত্তে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্ট-চিত্তে তোমাদের পক্ষ থেকে কখনই তা গৃহীত হবে না। নিঃসন্দেহে তোমরা হচ্ছ আদেশ লঙ্ঘনকারী সমাজ। আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর সাথে ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামায শৈথিল্যের সাথে ছাড়া পড়ে না এবং অনিচ্ছাকৃত ছাড়া তারা (খুশী মনে) দান করে না। *(সূরা তাওবাহ ৫৩-৫৪ আয়াত)*

নিয়ত ঠিক রাখা

দান দেওয়ার সময় নিয়ত হতে হবে বিশুদ্ধ। নিয়তে কোন প্রকার ভেজাল থাকলে দান করা বৃথা হবে। সুনাম নেওয়া বা লোক দেখানোর নিয়ত যেন না হয়। তার যেন উদ্দেশ্য হয় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। মহান আল্লাহ এমন বিশুদ্ধ হৃদয়ের বান্দাগণের প্রশংসা করে বলেন,

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝٩ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ۝١٠ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ۝١١ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا ۝١٢ ﴾

অর্থাৎ, আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। বলে, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের। পরিণামে আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর তাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে দান করবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র। --- *(সূরা দাহর ৮- ১২ আয়াত)*

﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ۝١٧ ٱلَّذِى يُؤْتِى مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ۝١٨ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ۝١٩ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ۝٢٠ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ۝٢١ ﴾

অর্থাৎ, জাহান্নাম হতে দূরে রাখা হবে পরহেযগারকে। যে সম্পদ দান করে আত্মাশুদ্ধির জন্য; কারো প্রতি অনুগ্রহের প্রতিদান প্রত্যাশায় নয়। কেবল তার মহান প্রতিপালকের চেহারা (সন্তুষ্টি) লাভের জন্য। আর সে তো সন্তোষ লাভ করবেই। *(সূরা লাইল ১৭-২১ আয়াত)*

হালাল ও বৈধ মাল দান করতে হবে

দানের মাল হালাল হতে হবে। কোন হারাম মাল দান করলে সে দান আল্লাহর দরবারে মঞ্জুর হবে না। যেহেতু আল্লাহ পবিত্র। আর তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না।" *(মুসলিম ১০১৪নং)* "তিনি কোন খেয়ানতের মাল থেকে সদকাহ কবুল করেন না।" *(মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, সূদ, ঘুস, চুরি, তসরুফ, অবৈধ উপায়ে ব্যবসা বা অবৈধ মালের ব্যবসায় উপার্জিত অর্থ থেকে দান করলে সে দান কোন ফল দেবে না।

উত্তম জিনিস দান করতে হবে

যাকাত দেওয়ার সময় মধ্যম ধরনের ফল-শস্য হিসাব করতে হবে। আর দান করার সময় উত্তম জিনিসই দান করা উত্তম। যা অচল, অখাদ্য, অপেয়, তারীখ-উত্তীর্ণ হওয়া জিনিস প্রভৃতি দান করলে কোন লাভ হবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾ ﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা যা উপার্জন করেছো এবং আমি যা তোমাদের জন্য ভূমি হতে উৎপন্ন করেছি, সেই পবিত্র বিষয় হতে খরচ কর এবং তা হতে এরূপ কলুষিত বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না যা তোমরা মুদিত চক্ষু ব্যতীত গ্রহণ কর না; এবং তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ মহা সম্পদশালী, প্রশংসিত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৭ আয়াত)*

﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِۦ عَلِيمٌ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয়তম জিনিস খরচ করেছ। আর তোমরা যা কিছু খরচ কর, নিশ্চয় আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। *(সূরা আলে ইমরান ৯২ আয়াত)*

আনসারদের মধ্যে আবূ তালহার ছিল সবচেয়ে বেশী খেজুরের বাগান। তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বাগান ছিল বাইরুহা। উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত

পুণ্য লাভ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের প্রিয়তম জিনিস খরচ করেছ।” আর আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম মাল হল বাইরুহা। আমি তা আল্লাহর জন্য দান করছি এবং তার পুণ্য ও বর্কত আল্লাহর নিকট কামনা করছি। অতএব আপনি ঐ বাগানকে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে রাখেন।’ এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “আরে! ওটা তো লাভদায়ক সম্পদ। আমি শুনেছি তুমি যা বলতে চাও। আমার মতে তুমি ওটা তোমার আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করে দাও।” আবু তালহা বললেন, ‘তাই করব হে আল্লাহর রসূল!’ অতঃপর তিনি ঐ বাগানকে নিজ আত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। *(বুখারী, মুসলিম)*

নাফে বলেন, ইবনে উমার رضي الله عنه-কে যে সম্পদ অত্যধিক মুগ্ধ করত, সেই সম্পদকেই তিনি আল্লাহ আযযা অজাল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য কুরবান করতেন। তাঁর কিছু ক্রীতদাস এ কথা জানতে পারে। ফলে কেউ কেউ কোমর বেঁধে মসজিদে অবস্থান করে ইবাদত করত। (যাতে ইবনে উমারকে মুগ্ধ করে মুক্ত হতে পারে।) অতঃপর তিনি তাকে ঐ উত্তম অবস্থায় দেখে মুক্ত করে দিতেন। একদা তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে বললেন, ‘হে আবু আব্দুর রহমান! আল্লাহর কসম! ওরা আবেদ নয়। বরং ওরা আপনাকে ধোকা দিয়ে মুক্তি পেতে চায়।’ কিন্তু উত্তরে তিনি বললেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহকে নিয়ে আমাদেরকে ধোকা দেবে, আমরা তার কাছে ধোকা খাব।’

একদা ইবনে উমার رضي الله عنه অসুস্থ হয়ে জুহফায় অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর মাছ খেতে মন হয়। লোকেরা খুঁজে কেবল একটাই মাছ যোগাড় করে আনে। অতঃপর পাকিয়ে তাঁর পাতে পেশ করা হল। এমন সময়ে এক মিসকীনও তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হল। তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘মাছটি তুমি নিয়ে নাও।’ তাঁর বাড়ির লোকে বলল, ‘সুবহানাল্লাহ! আপনি আমাদেরকে কষ্ট দিলেন (অথচ ওটা খাবেন না)? আমাদের কাছে অন্য খাদ্য আছে তা ওকে দিয়ে বিদায় করি।’ কিন্তু তিনি বললেন, ‘(মাছটাই দাও।) কারণ, আব্দুল্লাহ তা ভালোবাসে!’

রাবী’র দরজায় এক ফকীর এসে দাঁড়ালে তিনি তাকে চিনি দিয়ে বিদায় করতে বললেন। তার বাড়ির লোকে বলল, ‘ও চিনি নিয়ে কি করবে? ওকে বরং রুটী দিয়ে

দিই; তা তার জন্য অধিক উপকারী হবে।' কিন্তু তিনি বললেন, 'ধিক্ তোমাদেরকে! ওকে চিনি দাও। কারণ রাবী' চিনি খেতে ভালোবাসে! *(আনফিকূ ইয়া ইবাদাল্লাহ ৯পৃঃ)*

প্রকাশ থাকে যে, যে খাদ্য আপনি খেতে পারেন না, আপনার কাছে খারাপ, অরুচিকর ও অখাদ্য সে খাদ্য মিসকীনকে দান করবেন না। এ প্রসঙ্গে মা আয়েশা বলেন, নবী ﷺ-এর কাছে সান্ডা উপঢৌকন এল। (তিনি সান্ডা খেতে পছন্দ করতেন না। তাই) তিনি তা খেলেন না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! মিসকীনদেরকে তা খাইয়ে দেব না কি? তিনি বললেন, "(না,) ওদেরকে সেই জিনিস খেতে দিও না, যে জিনিস তোমরা নিজে খাও না।" *(আহমাদ ৬/ ১০৫, ১৪৪, ত্বাবরানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৪২৬নং)*

যে জিনিস কোন কাজের নয়, সে তুচ্ছ জিনিস দান করলে মহান আল্লাহ কবুল করেন না। এমন দানকে আল্লাহ পরোয়া করেন না। *(ইবনে মাজাহ ১৮২২নং)*

কি ধরনের দান উত্তম

(১) গোপনে দান করুন

দান এমন জিনিস, যা গোপনে-প্রকাশ্যে উভয়ভাবে করা চলে। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَٰلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, যারা রাত্রে ও দিবসে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদগুলো ব্যয় করে তাদের প্রভুর নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। *(সূরা বাকারাহ ২৭৪ আয়াত)*

তবে দান গোপনে করাই ভাল। গোপনে দান করার পৃথক বৈশিষ্ট্যও আছে ইসলামে।

মহান আল্লাহ বলেন,

إِن تُبْدُوا۟ ٱلصَّدَقَـٰتِ فَنِعِمَّا هِىَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّـَٔاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তবে তা উৎকৃষ্ট। আর যদি তোমরা তা গোপনভাবে কর ও গরীবদেরকে দাও তবে তাও তোমাদের জন্য উত্তম। বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষরূপে খবরদার। *(সূরা বাক্বারাহ ২৭১ আয়াত)*

কিন্তু গোপনে দান করার পৃথক মাহাত্ম্য আছে ঃ-

আবু হুরাইরা ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ সেই দিন (আরশের) ছায়া দান করবেন যেদিন তাঁর (ঐ) ছায়া ব্যতীত আর অন্য কোন ছায়া থাকবে না। তন্মধ্যে একজন হল সেই ব্যক্তি যে কিছু দান করে এমনভাবে গোপন করে যাতে তার ডান হাত যা দান করে তার বাম হাতও জানতে পারে না।" *(বুখারী ৬৬০ নং, মুসলিম ১০৩১ নং)*

আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "গোপনে দান প্রতিপালকের ক্রোধ দূরীভূত করে, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখে, আয়ু বৃদ্ধি করে। আর পুণ্যকর্ম সর্বপ্রকার কুমরণ থেকে রক্ষা করে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সহীহুল জামে ৩৭৬০ নং)*

গোপনে দান করলে দাতা রিয়া (লোক দেখানি আমল) বা ছোট শির্ক থেকে বাঁচতে পারে। বাঁচতে পারে গর্ব ও অহংকার থেকেও। আর সে সময় তার নিয়ত বিশুদ্ধ হয় একমাত্র মহাদাতা আল্লাহর জন্যই।

তাছাড়া গোপনে দান দিলে যাকে দেওয়া হয় সেও লোক চক্ষু থেকে দূরে থাকতে পারে। ফলে সেও বাঁচতে পারে লজ্জা ও লাঞ্ছনা থেকে। বজায় থাকে তার মান ও সম্ভ্রম।

আর এ জন্যই কোন মুসলিমকে সে যাকাতের হকদার কি না - সে কথা জিজ্ঞাসা করে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করা উচিত নয়। তাকে হকদার বলে প্রবল ধারণা হলে যাকাত দিয়ে দেওয়া দরকার।

অবশ্য কোন হিকমত, যুক্তি বা দান বৃদ্ধির স্বার্থে কোন কোন সময় তা প্রকাশ্যে দেওয়াও উত্তম।

একদা মুযার গোত্র থেকে একদল লোক প্রায় নগ্ন দেহে ও খালি পায়ে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলে তাঁদের ঐ গরীবী হাল দেখে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি নামাযের পর এক খুতবা দিলেন। তাতে তিনি সূরা নিসার ১নং এবং সূরা হাশরের ১৮নং আয়াত পাঠ করে আধখানা খেজুর দিয়েও সকলকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করলেন। এ শুনে লোকেরা কেউ দীনার, কেউ দিরহাম, কেউ কাপড়, কেউ গম, কেউ খেজুর দান করতে লাগল। সর্বপ্রথম আনসারদের একজন লোক এক থলে মাল এনে হাযির করল। তার দেখাদেখি লোকেরা সকলে নিজ নিজ দান নিয়ে উপস্থিত হল। পরিশেষে খাবার ও কাপড়ের দুটি স্তূপ জমা হয়ে গেল। তা দেখে খুশীতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চেহারা চাঁদ ও সোনার টুকরার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো রীতি (বা কর্ম) প্রবর্তিত করে তার জন্য রয়েছে তার সওয়াব (প্রতিদান) এবং তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (কর্ম) করে। এতে তাদের কারো সওয়াব এতটুকু পরিমাণও হ্রাস করা হয় না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতি (বা কর্মের) সূচনা করে তার জন্য রয়েছে তার পাপ এবং তাদের সমপরিমাণ পাপও যারা ঐ রীতির অনুকরণে আমল (বা কর্ম) করে। এতে তাদের কারো পাপ এতটুকু পরিমাণ হ্রাস করা হয় না।" *(মুসলিম ১০১৭নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, তিরমিযী)*

(২) নিজের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও দান করা

সেই দান কতই না উত্তম, যে দানের মুখাপেক্ষী দাতা নিজেই। নিজের অভাব ও প্রয়োজন থাকতেও অপরকে দান করা একটি আদর্শের ব্যাপার। গরীব হলেও দানে অভ্যাসী থাকা ভালো।

আবু হুরাইরা ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! সওয়াবের দিক থেকে কোন সদকাহ সবচেয়ে বড়?' উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার সুস্থতা ও অর্থপ্রয়োজন থাকা অবস্থায় কৃত সদকাহ, যখন তুমি দারিদ্রকে ভয় কর এবং ধনী হওয়ার আশা কর। আর এ ব্যাপারে গয়ংগচ্ছ করো না। পরিশেষে তোমার প্রাণ যখন কণ্ঠাগতপ্রায় হবে তখন বলবে,

অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত (সদকাহ), অথচ তা তো (প্রকৃতপক্ষে) অমুক (ওয়ারিসের) জন্যই।” *(বুখারী ১৪১৯ নং, মুসলিম ১০৩২ নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” এক ব্যক্তি বলল, ‘তা কি করে হয়, হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “এক ব্যক্তির প্রচুর মাল আছে। সে তার এক কোণ নিয়ে ১ লাখ দিরহাম দান করে। আর অন্য এক ব্যক্তি মাত্র ২ দিরহামের মালিক। সে তা হতেই ১ দিরহাম দান করে।” *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

একদা এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মেহমান হয়ে এল। তিনি উম্মুল মুমিনীনদের কাছে কিছু আছে কি না তা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, তাঁদের কিছু পানি ছাড়া খাবার কিছু নেই। ফলে তিনি ঘোষণা করে বললেন, “কে এর মেহমান-নেওয়াযী করবে?” এ কথা শুনে আনসারদের এক ব্যক্তি বলল, ‘আমি, হে আল্লাহর রসূল!’ অতঃপর তাকে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীকে বলল, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর মেহমানের খাতির কর।’ স্ত্রী বলল, ‘কিন্তু ঘরে তো বাচ্চাদের খাবার মত খাবার ছাড়া অন্য কিছু নেই।’ স্বামী বলল, ‘খাবার তৈরী কর। বাতি জ্বালিয়ে দাও। অতঃপর বাচ্চাদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দাও!’ মহিলা তাই করল। অতঃপর বাতি ঠিক করার ভান করে উঠে বাতিটাকে নিভিয়ে দিল। (নিয়ম হচ্ছে মেহমানের সাথে খাওয়া। কিন্তু খাবার ছিল মাত্র একজনের। ফলে মেহমানকে খেতে আদেশ করল এবং অন্ধকারে) তারা স্বামী-স্ত্রীতে এমন ভাব প্রকাশ করল যে, তারাও খানা খাচ্ছে! অতএব তারা উভয়ে বাচ্চাসহ উপবাসে রাত্রি অতিবাহিত করল!

সকাল হলে লোকটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, “গত রাত্রে তোমাদের উভয়ের কান্ড দেখে আল্লাহ হেসেছেন।”

আর তারই পটভূমিকায় অবতীর্ণ হল,

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَـٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن

يُوقَ شُحَّ نَفۡسِهِۦ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ۞

অর্থাৎ, (মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে) যারা এ নগরীতে (মদীনায়) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তারা মুহাজিরদেরকে ভালবাসে এবং মুহাজিরদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না; আর তারা তাদেরকে নিজেদের উপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও। যারা কার্পণ্য হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম। *(সূরা হাশ্‌র ৯ আয়াত, বুখারী)*

একটু মনের আবেগ দিয়ে উক্ত ঘটনাটি পড়ে থাকলে নিশ্চয় আপনার চোখে পানি এসে গেছে। তাঁরা গরীব ছিলেন, তবুও অভাবীর অভাব অথবা ক্ষুধার্তের ক্ষুধার জ্বালা দূর করতে এতটুকু পিছপা হতেন না। কিন্তু তাদের কাছে আমরা কি? আমরা কি তাঁদের অনুসরণ করে কিছুও করে সওয়াব অর্জনে উদ্বুদ্ধ হব না? আল্লাহ আমাদেরকে তওফীক দেন। আমীন।

(৩) সচ্ছলতা রেখে দান করার গুরুত্ব

হাকীম বিন হিযাম ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন "উঁচু (দাতা) হাত নিচু (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা উত্তম। তাদের মাধ্যমে ব্যয় করা আরম্ভ কর যাদের তুমি প্রতিপালন করছ। সবচেয়ে উত্তম হল সেই দান, যার পর সচ্ছলতা অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ যে দানের পর অভাব না আসে।) আর যে ব্যক্তি (যাচ্ঞা হতে) পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন এবং যে ব্যক্তি অমুখাপেক্ষী থাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী (অভাবমুক্ত) রাখবেন।" *(বুখারী ১৪২৭ নং)*

(৪) পানি দান করার মাহাত্ম্য

সা'দ বিন উবাদাহ ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর

রসূল! কোন দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?' তিনি উত্তরে বললেন, "পানি পান করানো।" *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭১ নং)*

উক্ত সা'দ হতেই বর্ণিত, 'তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব কোন দান সবচেয়ে উত্তম হবে?' তিনি বললেন, "পানি।"

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা'দ ﵁ একটি কুয়া খনন করে বললেন, 'এটি উম্মে সা'দের।' *(সহীহ আবু দাঊদ ১৪৭৪ নং)*

সুরাক্বাহ বিন জু'শুম ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে সেই হারিয়ে যাওয়া উঁট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম যা আমার জলাশয়ে অবতরণ করে; যে জলাশয় আমি আমার নিজ উঁটের জন্য তৈরী করে রেখেছি। ঐ উঁটকে পানি পান করালে আমি সওয়াবের অধিকারী হব কি? তিনি বললেন, "হ্যাঁ, প্রত্যেক পিপাসার্ত প্রাণী(কে পানি পান করানো)তে সওয়াব আছে।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭২ নং)*

(৫) আত্মীয়কে দান করুন

আত্মীয়কে দান করার বড় গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য রয়েছে ইসলামে। এ জন্যই মহানবী ﷺ আবু তালহাকে আদেশ করেছিলেন তাঁর উত্তম সম্পদ নিজ আত্মীয়দের মাঝে বিতরণ করতে। যেহেতু তাতে রয়েছে ডবল সওয়াব।

একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﵁-এর স্ত্রী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করালেন যে, স্বামীকে যাকাত দিলে তা যথেষ্ট হবে কি না? উত্তরে মহানবী ﷺ বললেন, "(যথেষ্ট হবে এবং তাদের হবে দ্বিগুণ সওয়াব;) আত্মীয়তা বজায় রাখার সওয়াব এবং সাদকার সওয়াব।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি বলেন, "মিসকীনকে দান করলে একটি দান করার সওয়াব হয়। কিন্তু আত্মীয়কে দান করলে দুটি সওয়াব হয়; দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তা বজায় করার সওয়াব।" *(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

তিনি বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ সদকাহ হল, বিদ্বেষপোষণকারী আত্মীয়কে করা সদকাহ।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৮৯৩-৮৯৪নং)*

(৬) দ্বীনদার লোককে দান করুন

দান করার সময় দ্বীনদার লোক দেখে দান করেন। খবরদার এমন লোককে দান করেন না, যাকে দান করলে অন্যায় বা পাপকাজে সহযোগিতা হয়ে যাবে। সুতরাং বেনামাযী; যে আল্লাহর ফরয আদায় করে না, সে আল্লাহর হক খাবারও যোগ্য নয়। মাতাল, বিড়ি-সিগারেটখোর, সিনেমাবাজ, ঢেমন, বেশ্যা প্রভৃতি মানুষকে আপনার সদকাহ দেবেন না। কারণ, হয়তো বা আপনার ঐ অর্থ দ্বারা তারা তাদের পাপে আরো উৎসাহিত হবে। অবশ্য অজান্তে ঐ ধরনের কাউকে দিয়ে ফেললে ভিন্ন কথা।

জেনে রাখেন যে, আল্লাহর মালের তারাই বেশী হকদার, যারা তাঁর আনুগত্য ও ইবাদত করে, তাঁর যিক্র ও ইল্ম আলোচনা করে। তারা আপনার ঐ মাল নিয়ে আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতে সাহায্য নিবে। তা ছাড়া মহানবী ﷺ বলেন, "তুমি মু'মিন ব্যতীত আর কারো সাহচর্য গ্রহণ করো না এবং পরহেযগার মানুষ ছাড়া তোমার খাবার যেন অন্য কেউ না খায়।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহুল জামে' ৭৩৪১ নং)*

যা আছে তাই দান করুন

আপনার যা আছে তাই দান করুন। অল্প হলেও অল্পই দান করুন। অল্প দিতে লজ্জাবোধ করবেন না। কারণ, একেবারে না দেওয়াটা আরো লজ্জার কথা।

যাচ্ঞাকারীকে লজ্জা দিবেন না। তাকে আপনার দরজা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন না। কারণ, আপনার পথপ্রদর্শক নবী ﷺ কোন যাচ্ঞাকারীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না। যা পেতেন তাই দিয়ে সন্তুষ্ট করতেন ফকীরকে। আর তিনিই বলেছেন, "তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচ, যদিও এক টুকরা খেজুর দান করে হয়। যদি এক টুকরা খেজুরও না পাও তবে উত্তম কথা বলে।" *(বুখারী ১৪১৭ নং, মুসলিম ১০১৬ নং)*

একদা মা আয়েশা (রাঃ)এর দরজায় এক যাচ্ঞাকারী এল। সে সময় তাঁর নিকট

কিছু মহিলা বসে ছিল। তিনি তাকে এক দানা আঙ্গুর দিতে আদেশ করলেন। তা দেখে মহিলারা আশ্চর্যবোধ করলে তিনি বললেন, 'ওতে অনেক অণু আছে।' তাঁর উদ্দেশ্য হল সেই অণু; যার কথা মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে বলেছেন,

﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ۝٧ ﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, (কিয়ামতে) সে তা দেখতে পাবে। *(সূরা যালযালাহ ৭ আয়াত)*

আর হ্যাঁ, খবরদার মিসকীনকে ধোকা দিতে মোটেই চেষ্টা করবেন না। কারণ, তাকে ধোকা দিলে আসলে আল্লাহকে ধোকা দেওয়া হয়। আর এ প্রসঙ্গে কুরআনের কাহিনী শুনুন; মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّا بَلَوْنَـٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَـٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝١٧ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ۝١٩ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ ۝٢٠ فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ ۝٢١ أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰرِمِينَ ۝٢٢ فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَـٰفَتُونَ ۝٢٣ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۝٢٤ وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَـٰدِرِينَ ۝٢٥ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ ۝٢٦ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝٢٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ۝٢٨ قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ۝٢٩ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَـٰوَمُونَ ۝٣٠ قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ۝٣١ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ ۝٣٢ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ۝٣٣ ﴾

অর্থাৎ, আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের

মালিকদেরকে যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা সকাল সকাল আহরণ করবে বাগানের ফল। এবং তারা ইনশাআল্লাহ বলে নি। অতঃপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সেই বাগানে যখন তারা ঘুমিয়ে ছিল।

ফলে ওটা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। প্রত্যুষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল, তোমরা যদি ফল আহরণ করতে চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল। অতঃপর তারা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে। আজ যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি প্রবেশ করতে না পারে। অতঃপর তারা অভাবগ্রস্তদেরকে নিবৃত্ত করতে সক্ষম-এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল। অতঃপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল তারা বললঃ আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি। না আমরা তো বঞ্চিত। তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি? এখনও তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছো না কেন? তখন তারা বলল, আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি, আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম। অতঃপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। তারা বলল, হায় দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী। আমরা আশা রাখি - আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম। শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখেরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানতো! *(সূরা ক্বালাম ১৭-৩৩ আয়াত)*

খাদ্য দান করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

এ দুনিয়ায় কত শত মানুষ আছে, যাদের ক্ষুধায় দু বেলা খাবার জোটে না। কেউ খায় এঁটো পাত থেকে কুড়িয়ে, কখনো বা কুকুর-বিড়ালের কাছ থেকে কেড়ে। অনেকে খায় অখাদ্য। অনেকে অন্ন বিনা ছন্নছাড়া হয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে। কত লোক মারা যায় অন্ন বিনা। ক্ষুধায় আহার না পেয়ে অনেকে ভ্রষ্ট দুশ্চরিত্র হয়।

তাই আমাদের দ্বীন আমাদেরকে ক্ষুধার্তকে অন্ন দিয়ে সাহায্য করতে আদেশ

দিয়েছে। যারা নিজেদের ক্ষুন্নিবারণ করতে পারে না তাদেরকে খাদ্য দান করতে অনুপ্রাণিত করেছে ইসলাম। তিরস্কৃত করেছে তাদেরকে, যারা ক্ষুধার্তকে অন্নদানে উদ্বুদ্ধ হয় না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوْ إِطْعَـٰمٌ فِى يَوْمٍ ذِى مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴿١٨﴾ ﴾

অর্থাৎ, কিন্তু সে গিরি সংকটে প্রবেশ করলো না (কষ্টসাধ্য পথ অবলম্বন করল না)। তুমি কি জান যে, গিরি সংকট কি? এটা হচ্ছে দাসকে মুক্তি প্রদান; অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে আহার্য দান; পিতৃহীন আত্মীয়কে, অথবা ধূলায় লুণ্ঠিত দরিদ্রকে। তদুপরি তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া যারা মুমিন এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের; তারাই সৌভাগ্যশালী। *(সূরা বালাদ ১১- ১৮ আয়াত)*

﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ ﴾

অর্থাৎ, তুমি কি দেখেছ তাকে যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় । এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। *(সূরা মাউন ১-৩ আয়াত)*

﴿ فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٠﴾ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٤١﴾ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿٤٤﴾ ﴾

অর্থাৎ, তারা থাকবে উদ্যানে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা

নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার্য দান করতাম না।---
(সূরা মুদ্দাষষির ৪০-৪৪ আয়াত)

মহানবী ﷺ বলেন, “সে আমার প্রতি ঈমান আনে নি, যে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত হয়ে রাত্রিযাপন করে, অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে এবং এ কথা সে জানে।” *(বাযযার, ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ৫৫০৫নং)*

তিনি আরো বলেন, “সে মুমিন নয়, যে খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়, অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে।” *(ত্বাবারানী, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে ৫৩৮২নং)*

আবু হুরাইরা ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ কিয়ামতের দিন বলবেন, ‘হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম অথচ তুমি আমাকে সাক্ষাৎ করনি!’ মানুষ বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনার (অসুস্থতা ও) সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল, কারণ আপনি তো বিশ্বজাহানের পালনকর্তা!’ আল্লাহ বলবেন, ‘তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তো তাকে সাক্ষাৎ করে সান্ত্বনা দাও নি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে সাক্ষাৎ করতে তাহলে তার নিকটেই আমাকেও পেতে?’

(আল্লাহ আরো বলবেন,) ‘হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে অন্নদান করনি!’ মানুষ বলবে, হে প্রভু! কেমন করে আপনাকে অন্নদান করতাম? আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা! আল্লাহ বলবেন, “তুমি কি জানতে না, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট অন্ন ভিক্ষা করেছিল? কিন্তু তুমি তাকে অন্ন দান করনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে অন্ন দান করে থাকতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে?

(আল্লাহ আরো বলবেন,) ‘হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পিপাসায় পানি চেয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি!’ মানুষ বলবে, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করে আপনাকে পানি পান করাতাম? আপনি তো সারা বিশ্বের পালনকর্তা! আল্লাহ বলবেন, ‘আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পিপাসায় পানি ভিক্ষা করেছিল। কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তা আমার নিকট পেয়ে যেতে? *(মুসলিম ২৫৬৯ নং)*

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন যে, ইসলামের কোন্ কাজ সবচেয়ে উত্তম? উত্তরে তিনি বললেন, “খাদ্য দান করা এবং পরিচিত-অপরিচিত সকল (মুসলিম)কে সালাম করা।” *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ)*

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ, যে অন্নদান করে।” *(সহীহ তারগীব ৯৪৮-নং)*

এক মরুবাসী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে প্রশ্ন করল যে, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে বেহেশ্তে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন, “বক্তব্য ছোট হলেও, বিষয়টি তুমি (স্পষ্ট) পেশ করে ফেলেছ। তুমি ক্রীতদাস স্বাধীন কর। তাতে সক্ষম না হলে ক্ষুধার্তকে অন্ন এবং তৃষ্ণার্তকে পানীয় দান কর।” *(আহমাদ, ইবনে হিব্বান, বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ৯৫১নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আমল হল, মুসলিমের হৃদয়কে আনন্দিত করা, তার কষ্ট দূর করে দেওয়া, তার ক্ষুধা দূর করা, তার তরফ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া, (এবং পরিধানের কাপড় দান করা)। *(সহীহ তারগীব ৯৫৪-৯৫৫নং)*

আব্দুল্লাহ বিন সালাম رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-এর বাণী হতে সর্বপ্রথম যা শুনেছি তা হল, “হে মানুষ! তোমরা সালাম প্রচার কর, অন্নদান কর, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখ এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা নামায পড়। এতে তোমরা নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১০নং)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র رضي الله عنه প্রমুখাৎ বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “বেহেশ্তে এমন এক কক্ষ আছে যার বাহিরের অংশ ভিতর হতে এবং ভিতরের অংশ বাহির হতে পরিদৃষ্ট হবে।” একথা শুনে আবু মালেক আশআরী رضي الله عنه বললেন, ‘সে কক্ষ কার জন্য হবে হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি উত্তম (ও মিষ্টি) কথা বলে, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান করে, আর লোকেরা যখন নিদ্রাভিভূত থাকে তখন যে নামায পড়ে রাত্রি অতিবাহিত করে।” *(ত্বাবারানী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৬১১নং)*

কত পরিমাণ দান করা যায়?

কেউ দান করলেও তার সবকিছু দান করে নিঃস্ব হতে পারে না। নিজের ছেলে-মেয়েকে মিসকীন বানিয়ে অন্য মিসকীনকে দান করতে পারে না। পারে না ওয়াজেব ভরণ-পোষণ ত্যাগ করে নফল সাদকাহ করে মুস্তাহাব পালন করতে। কেউ বেশী দান করলেও কেবল একের তিন অংশ পারে, আর তাও খুব বেশী। বরং তার থেকে কম করাই উচিত।

সা'দ বিন মালেক ﵁ বিদায়ী হজ্জের বছরে যখন মৃত্যুরোগে শায়িত ছিলেন, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে দেখা করতে গেলেন। সা'দ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কত যে যন্ত্রণা ভোগ করছি তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আমি একজন ধনবান লোক। আর আমার একমাত্র কন্যা ছাড়া অন্য কেউ ওয়ারেস নেই। আমি কি আমার মালের দুই তৃতীয়াংশ দান করে দেব?' মহানবী ﷺ বললেন, "না।" সা'দ বললেন, 'তাহলে অর্ধেক?' তিনি বললেন, "না।" সা'দ বললেন, 'তাহলে এক তৃতীয়াংশ?' তিনি বললেন, "এক তৃতীয়াংশ করতে পার সা'দ। তবে এক তৃতীয়াংশও বেশী। তুমি তোমার ওয়ারেসদেরকে লোকদের কাছে চেয়ে খাওয়ার মত অভাবী ছেড়ে যাওয়ার চাইতে তাদেরকে ধনীরূপে ছেড়ে যাওয়া অনেক উত্তম।" *(বুখারী, মুসলিম ১৬২৮-নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ ۛ وَأَحۡسِنُوٓاْ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥ ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করো না। আর হিতসাধন করতে থাকো নিশ্চয় আল্লাহ হিতসাধনকারীদের ভালবাসেন। *(সূরা বাকারাহ ১৯৫ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومًا مَّحۡسُورًا ٢٩ ﴾

অর্থাৎ, তুমি বদ্ধমুষ্টি হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না; নচেৎ তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে বসবে। *(সূরা ইসরা ২৯ আয়াত)*

প্রকাশ থাকে যে, যদি কারো রুযীর উৎস বহাল থাকে, আজ সব দান করলে কাল রুযী আসার উপায় থাকে এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা থাকে তথা দানের পর তাকে বা তার ছেলেদেরকে লোকের দরজায় হাত পাততে হবে না বলে ভরসা থাকে তাহলে সে তার যথাসর্বস্ব দান করতে পারে। যেমন করেছিলেন আবূ বাক্র ও অন্যান্য সাহাবাগণ।

কোন্ সময়ের দান উত্তম?

দান যে কোন সময়ে করা যায়। বরং যখন যেখানে দান করা প্রয়োজন তখনই সেখানে দান করা উত্তম। যেমন জিহাদ, দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, বন্যা প্রভৃতির সময় সাথে সাথে উপদ্রুত এলাকার লোকদেরকে দান করা উত্তম। অবশ্য যুল-হজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনে দান করা বছরের অন্যান্য দিনে দান করা অপেক্ষা উত্তম। যেহেতু আল্লাহ আয্যা অজাল্ল যুলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন। "এই দশ দিনের মধ্যে কৃত নেক আমলের চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় আর কোন আমল নেই।" (সাহাবাগণ) বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন কোন ব্যক্তি (এর আমল) যে নিজের জান-মাল সহ বের হয় এবং তারপর কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না। *(বুখারী, আবূ দাঊদ)*

তিনি আরো বলেন, "আযহার দশ দিনের নেক আমলের চেয়ে অধিক পবিত্রতর ও প্রতিদানে অধিক বৃহত্তর আর কোন আমল আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট

নেই।” বলা হল, ‘আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?!’ তিনি বললেন, “আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে এমন ব্যক্তির (আমল) যে নিজের জানমাল সহ বহির্গত হয়, অতঃপর তার কিছুও সঙ্গে নিয়ে আর ফিরে আসে না।” *(দারেমী ১/৩৫৭)*

অতঃপর রমযান মাসে দান করা উত্তম। যেহেতু মহানবী ﷺ এই মাসে বেশী বেশী দান করতেন। *(বুখারী ৬নং, মুসলিম)*

জায়গা হিসাবে মক্কা অতঃপর মদীনার হারামের মিসকীনদেরকে দান করা উত্তম। *(আল-মুমতে ৬/২৭৪)*

বদান্যতায় সাহাবাগণের কিছু নমুনা

উমার বিন খাত্ত্বাব رضي الله عنه বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে দান করতে আদেশ দিলেন। সে সময় আমার কাছে বেশ কিছু মাল ছিল। আমি মনে মনে বললাম, যদি কোনদিন আবূ বাক্‌রকে হারাতে পারি, তাহলে আজ আমি প্রতিযোগিতায় তাঁকে হারিয়ে ফেলব। সুতরাং আমি আমার অর্ধেক মাল নিয়ে এসে রসূলুল্লাহর দরবারে হাযির হলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “(এত মাল!) তুমি তোমার ঘরে পরিজনের জন্য কি রেখে এলে?” উত্তরে আমি বললাম, ‘অনুরূপ অর্ধেক রেখে এসেছি।’

আর এদিকে আবূ বাক্‌র তাঁর বাড়ির সমস্ত মাল নিয়ে হাযির হলেন। তাঁকে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি তোমার পরিজনের জন্য ঘরে কি রেখে এলে?” উত্তরে তিনি বললেন, ‘আমি ঘরে তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি!’

তখনই মনে মনে বললাম যে, ‘আবূ বাক্‌রের কাছে কোন প্রতিযোগিতাতেই আমি

জিততে পারব না।' *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

তদনুরূপ উষমান গনী ছিলেন একজন দানবীর সাহাবী। তিনি একটি যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত ৩০০ ঘোড়া দান করেছিলেন! আল্লাহর রসূল ﷺ তাবূকের সংকটকালের যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য লোককে সদকাহ করতে উদ্বুদ্ধ করলেন।

উষমান ؓ উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ১০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।'

তারপরেও আল্লাহর রসূল ﷺ লোকদেরকে উৎসাহিত করতে থাকলেন।

এবারেও উষমান ؓ উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ২০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।'

তারপরেও আল্লাহর রসূল ﷺ লোকদেরকে উৎসাহিত করতে থাকলেন।

আবারো উষমান ؓ উঠে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রাস্তায় জিনসহ ৩০০টি সুসজ্জিত ঘোড়া দান আমার দায়িত্বে।'

এই বৃহৎ দানের কথা শুনে মহানবী ﷺ মিম্বর থেকে এই বলতে বলতে নামলেন, "এর পরে উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না। এর পরে উষমান যা করবে, তাতে তার কোন ক্ষতি হবে না।" *(আহমাদ ৪/৭৫, তিরমিযী ৫/৬২৫, হাকেম ৩/১১০)*

তালহা বিন উবাইদুল্লাহ ؓ-এর স্ত্রী একদা স্বামীকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? সম্ভবতঃ আমার ব্যাপারে আপনার কোন সন্দেহ হয়েছে; তা থেকে বিরত হব?' উত্তরে তালহা বললেন, 'তুমি কত উত্তমই না মুসলিমের স্ত্রী! আসলে আমার কাছে কিছু মাল জমা হয়ে গেছে। জানি না সেগুলো কি করব?' স্ত্রী বললেন, 'সে ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তা কিসের? আপনি আপনার গোত্রের লোককে ডেকে তা বিতরণ করে দিন!'

তালহা কিশোর খাদেমকে গোত্রের লোককে ডেকে হাযির করতে বললেন এবং সমস্ত মাল তাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। সে মাল ছিল ৪ লক্ষ (দিরহাম)! *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৯২৫নং)*

একদা উমার বিন খাত্ত্বাব ؓ চার শ' দীনার একটি থলিতে ভরে কিশোর

খাদেমকে বললেন, 'এটি আবূ উবাইদাহ বিন জার্রাহকে দাও। তারপর তার বাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখ তিনি কি করেন।'

খাদেম তা নিয়ে তাঁকে দিয়ে বলল, 'আমীরুল মুমিনীন বললেন, এগুলোকে আপনার কোন প্রয়োজনে ব্যয় করুন।' আবূ উবাইদাহ দুআ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং তাঁর প্রতি দয়া করুন।' অতঃপর তিনি তাঁর কিশোরী খাদেমাকে ডেকে বললেন, 'এই ৭টি অমুককে, এই ৫টি অমুককে, এই ৫টি অমুককে দিয়ে এস।---' আর এই বলে সব শেষ করে দিলেন।

খাদেম ফিরে এসে সে খবর উমারকে জানিয়ে দিল। দেখল তিনি অনুরূপ থলি প্রস্তুত রেখেছেন মুআয বিন জাবালের জন্য। তিনি তাকে বললেন, 'এটি মুআয বিন জাবালকে দাও। তারপর তার বাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখ তিনি কি করেন।'

খাদেম তা নিয়ে তাঁকে দিয়ে বলল, 'আমীরুল মুমিনীন বললেন, এগুলোকে আপনার কোন প্রয়োজনে ব্যয় করুন।' মুআয দুআ দিয়ে বললেন, 'আল্লাহ তাঁর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখুন এবং তাঁর প্রতি দয়া করুন।' অতঃপর তিনি তাঁর কিশোরী খাদেমাকে ডেকে বললেন, 'এত নিয়ে অমুকের বাড়িতে দাও। এত নিয়ে অমুকের বাড়িতে দাও। এত নিয়ে অমুকের বাড়িতে দাও---।'

এ কথা শুনে মুআযের স্ত্রী বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমরাও তো মিসকীন। আমাদেরকেও কিছু দিন!' কিন্তু তখন থলেতে মাত্র ২টি দীনারই বাকী ছিল। তিনি তাই স্ত্রীর দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

খাদেম ফিরে এসে উমারকে সকল খবর খুলে বলল। শুনে উমার খোশ হলেন এবং বললেন, 'ওরা হলেন পরস্পর ভাই-ভাই। একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত।' *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৯২৬নং)*

একদা মহানবী ﷺ ঈদের খুতবা দিলেন। অতঃপর মহিলাদের সামনে এসে তাদেরকেও নসীহত করলেন এবং বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সদকাহ কর। (এবং জাহান্নাম থেকে নিজেদেরকে মুক্ত কর।) কারণ, আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখেছি।" মহিলারা জিজ্ঞাসা করল, 'তা কেন

হে আল্লাহর রসূল?’ প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, “কারণ, তোমরা অধিক লানতান কর এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর।---” এ কথা শুনে মহিলারা নিজ নিজ কানের অলংকার ও হাতের আংটি সদকাহ করতে শুরু করল। *(বুখারী, মুসলিম ৭৯নং)*

একদা রোযার দিনে মা আয়েশা (রাঃ) রোযা অবস্থায় ছিলেন। বাড়িতে একটি রুটি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। দরজায় মিসকীন এলে দাসীকে সেই রুটি দান করতে আদেশ করলেন। দাসী বলল, কিন্তু আপনার ইফতারী করার মত কিছু থাকবে না। তিনি বললেন, ‘তুমি ওকে তা দিয়ে দাও। দাসী আদেশ পালন করল। সন্ধ্যা হওয়ার আগে আগে এক ব্যক্তি তাঁর বাড়িতে ছাগলের গোশ্ত্ সহ রুটি উপঢৌকন পাঠাল। ইফতারীর সময় হলে তিনি তাঁর দাসীকে বললেন, ‘এখন খাও! এ তো তোমার ঐ রুটি থেকে উত্তম। *(মুঅত্তা মালেক)*

একদা রোযা রেখে তিনি ১ লাখ দিরহাম দান করলেন। দাসী বললেন, ১ দিরহাম দিয়ে ইফতার করার জন্য গোশ্ত্ কিনলে তো ইফতার করা যেত। তিনি বললেন, যদি তুমি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে তাহলে তা রেখে নিতাম। *(আল-ইসাবাহ ৮/২০)*

তিনি তো তিনি, যিনি সেই মহাপুরুষের সহধর্মিনী, যিনি এমন দান দেন যে, গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় করেন না।

নিঃস্ব মানুষের সদকাহ

নিঃস্ব মানুষরা মনে করতে পারে যে, তাদের দান করার কোন উপায় নেই। কিন্তু আসলে তাদেরও সদকাহ বা দান করার বহু পথ খোলা আছে। তারা কোন অর্থ ব্যয় করে সদকাহ না করতে পারলেও নিজের শ্রম ব্যয় করে, অক্ষম ও গরীবের সহযোগিতা করে বহু সদকাহ করতে পারে।

এ ছাড়া প্রত্যেকটি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) গরীবের জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ। প্রত্যেকটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) গরীবের জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ, প্রত্যেকটি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) গরীবের জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ এবং প্রত্যেকটি তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) গরীবের

জন্য এক একটি সদকাহ স্বরূপ। সৎকাজের আদেশ একটি সদকাহ, মন্দ কাজে বাধা দান একটি সদকাহ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা একটি সদকাহ এবং স্ত্রী-মিলন করাও একটি সদকাহ! মিষ্টিমুখে মুসলিম ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে সদকাহ করা হয়। *(মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৪নং)* ন্যায় বিচার করে দিলে সদকাহ করা হয়, কাউকে নিজের সওয়ারীতে চড়িয়ে নিলে সদকাহ করা হয়। ভালো কথা বললে সদকাহ করা হয় এবং নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হয় সদকাহ স্বরূপ। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৬নং)*

একদা মুহাজেরীনদের একটি গরীবের দল আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে নিবেদন করে বলল, 'ধনীরা (বেহেশ্তের) সমস্ত উঁচু উঁচু মর্যাদা ও স্থায়ী সম্পদের মালিক হয়ে গেল। কারণ, তারা নামায পড়ে যেমন আমরা পড়ি, রোযা রাখে যেমন আমরা রাখি, কিন্তু তারা দান করে আমরা করতে পারি না, দাস মুক্ত করে আমরা করতে পারি না। (এখন তাদের সমান সওয়াব লাভের কৌশল আমাদেরকে বলে দিন।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলে দেব না, যাতে তোমরা প্রতিযোগিতায় অগ্রণী লোকদের সমান হতে পার, তোমাদের পশ্চাদ্‌বর্তী লোকদের আগে আগে থাকতে পার এবং অনুরূপ আমল যে করে সে ছাড়া তোমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ হতে না পারে?" সকলে বলল, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার করে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর পাঠ করবে।"

(মুহাজেরীনরা খোশ হয়ে ফিরে গেলেন। ওদিকে ধনীরা এ খবর জানতে পেরে তারাও এ আমল শুরু করে দিল।) মুহাজেরীনরা ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ধনী ভায়েরা এ খবর শুনে তারাও আমাদের মত আমল করতে শুরু করে দিয়েছে। (অতএব আমরা আবার পিছে থেকে যাব।) মহানবী ﷺ বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন। (এতে তোমাদের করার কিছু নেই।) *(বুখারী, মুসলিম ৮৩৭০নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক মুসলিমের সদকাহ আছে।" লোকেরা বলল, 'কিন্তু সে যদি সদকাহ করার মত জিনিস না পায়?' তিনি বললেন, "তাহলে সে যেন

নিজের দুই হাত দিয়ে কাজ করে নিজেকে উপকৃত করে এবং সদকাহ করে।” লোকেরা বলল, ‘সে যদি কাজ করতে না পারে?’ তিনি বললেন, “তাহলে সে বিপদগ্রস্ত (অত্যাচারিত) ব্যক্তিকে সাহায্য করবে।” লোকেরা বলল, ‘তা যদি সে না করে?’ তিনি বললেন, “তাহলে সে ভালোর আদেশ করবে।” লোকেরা বলল, ‘তাও যদি সে না করে?’ তিনি বললেন, “তাহলে সে মন্দ থেকে বিরত থাকবে। আর এটাই হবে তার সদকাহ।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৫নং)*

আবু যার‌ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, “প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদু লিল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ, এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশ্‌তের দুই রাকআত নামায।” *(মুসলিম ৭২০ নং)*

বুরাইদাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেছেন, “মানবদেহে ৩৬০টি গ্রন্থি আছে। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ঐ প্রত্যেক গ্রন্থির তরফ থেকে দেয় সদকাহ রয়েছে।” সকলে বলল, ‘এত সদকাহ দিতে আর কে সক্ষম হবে, হে আল্লাহর রসূল?’ তিনি বললেন, “মসজিদ হতে কফ (ইত্যাদি নোংরা) দূর করা, পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু (কাঁটা-পাথর প্রভৃতি) দূর করা এক একটা সদকাহ। যদি তাতে সক্ষম না হও তবে দুই রাকআত চাশ্‌তের নামায তোমার সে প্রয়োজন পূর্ণ করবে।” *(আহমদ,ও শব্দগুলি তাঁরই, আবু দাঊদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৬৬১ নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ ﴾

অর্থাৎ, অতএব এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক। *(সূরা মুত্বাফফিফীন ২৬ আয়াত)*

যাচ্ঞা করা হতে ভীতি-প্রদর্শন

উপায় থাকতে চেয়ে-মেগে খাওয়া, নিজের মাল বৃদ্ধির জন্য লোকের কাছে যাচ্ঞা করা অথবা বংশ পরম্পরায় অভ্যাসগতভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা বৈধ নয়।

ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যাচ্ঞা করতে থাকলে পরিশেষে যখন সে আল্লাহর সহিত সাক্ষাৎ করবে তখন তার মুখমন্ডলে এক টুকরাও মাংস থাকবে না।" *(বুখারী ১৪৭৪, মুসলিম ১০১৪নং, নাসাঈ, আহমদ ২/১৫)*

উক্ত হযরত ইবনে উমার ﷺ হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যাচনা হল কিয়ামতের দিন যাচনাকারীর মুখের ক্ষত-স্বরূপ।" *(আহমদ, সহীহ তারগীব ৭৮৫নং)*

হুবশী বিন জুনাদাহ ﷺ বলেন, আমি শুনেছি আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি অভাব না থাকা সত্ত্বেও যাচনা করে (খায়) সে ব্যক্তি যেন জাহান্নামের অঙ্গার খায়।" *(ত্বাবারানীর কাবীর, ইবনে খুযাইমা, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭৯৩নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি নিজ মাল বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে লোকেদের নিকট যাচনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে (দোযখের) অঙ্গার যাচ্ঞা করে। চাহে সে কম করুক অথবা বেশী।" *(মুসলিম ১০৪১নং, ইবনে মাজাহ)*

আব্দুর রহমান বিন আউফ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তিনটি বিষয় এমন রয়েছে -সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে -যদি আমি (সেগুলির বাস্তবতার উপরে) শপথ করি (তাহলে অযথা হবে না।) দান করার ফলে মাল কমে যায় না। সুতরাং তোমরা দান কর। যে কোনও বান্দা কারো অন্যায়কে ক্ষমা করে দেবে তার বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করবেন। আর যে বান্দা যাচ্ঞার দরজা খুলবে আল্লাহ তার জন্য অভাবের দরজা খুলে দেবেন।" *(আহমদ, আবূ য়্যা'লা, বায্যার, সহীহ তারগীব ৮০৫ নং)*

একদা মহানবী ﷺ এই কথার উপর বায়আত করতে উদ্বুদ্ধ করেন, "তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। পাঁচ অক্ত নামায

আদায় কর। আনুগত্য কর এবং লোকের কাছে কোন কিছু চেয়ো না।”

বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি যে, তাঁদের কারো কারো হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলে তা তুলে দেওয়ার জন্য কাউকে বলতেন না। (বরং সওয়ারী থেকে নিজে নেমে গিয়ে তা তুলে নিতেন।) *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৮০৯নং)*

আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমাকে আমার বন্ধু সাতটি কাজের অসিয়ত করে গেছেন; (১) আমি যেন মিসকীনদেরকে ভালোবাসি, (২) তাদের নিকটবর্তী হই (বসি), (৩) আমার থেকে যারা নিম্নমানের তাদের প্রতি লক্ষ্য (করে উপদেশ বা সান্ত্বনা গ্রহণ) করি ও আমার থেকে যে উর্ধ্বে তার প্রতি লক্ষ্য না করি, (৪) আমার প্রতি অন্যায় করা হলেও আমি আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখি, (৫) বেশী বেশী ‘লা হাউলা অলা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ’ বলি, (৬) তিক্ত হলেও যেন হক কথা বলি এবং (৭) লোকেদের কাছে যেন কিছুও না চাই। *(আহমাদ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৮১১নং)*

একদা হাকীম বিন হিযাম তিন তিনবার আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে যাচ্ঞা করলে তিনি তাঁকে প্রত্যেক বারেই দান করলেন। শেষবারে তিনি বললেন, “ওহে হাকীম! এই মাল তরোতাজা মিষ্টি (ফলের মত)। সুতরাং যে তা নিজের প্রয়োজন মত গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বর্কত দান করা হবে। পক্ষান্তরে যে মনে লোভ রেখে তা গ্রহণ করবে, তাকে তাতে বর্কত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা হবে সেই ব্যক্তির মত, যে খাবে অথচ তৃপ্ত হবে না। আর উপরের হাত নিচের হাত অপেক্ষা উত্তম।”

এই কথার পর হাকীম কসম খেয়ে বলেছিলেন যে, তিনি এরপর আর কারো কাছে কিছু চাইবেন না। করেছিলেনও তাই। *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাই। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৮১২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি এ কথার নিশ্চয়তা দেবে যে, সে লোকের নিকট কিছু চাইবে না, আমি তার জন্য বেহেশ্তের নিশ্চয়তা দিব।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহ তারগীব ৮১৩নং)*

সাহাবী কাবীসাহ বলেন, একবার এক অর্থদন্ডের দায়িত্ব আমার ঘাড়ে থাকলে আমি সে ব্যাপারে সাহায্য নিতে আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, “তুমি আমাদের কাছে থাক। সাদকার মাল এলে তোমাকে তা দিয়ে সাহায্য

করব।”

অতঃপর তিনি বললেন, “হে কাবীসাহ! তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কারো জন্য চাওয়া বৈধ নয়;

(১) যে ব্যক্তি অর্থদন্ডে পড়বে (কারো দিয়াত বা জরিমানা দেওয়ার যামিন হবে), তার জন্য চাওয়া হালাল। অতঃপর তা পরিশোধ হয়ে গেলে সে চাওয়া বন্ধ করবে।

(২) যে ব্যক্তি দুর্যোগগ্রস্ত হবে এবং তার মাল ধ্বংস হয়ে যাবে, তার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত চাওয়া বৈধ, যতক্ষণ তার সচ্ছল অবস্থা ফিরে না এসেছে।

(৩) যে ব্যক্তি অভাবী হয়ে পড়বে এবং তার গোত্রের তিনজন জ্ঞানী লোক এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক অভাবী, তখন তার জন্য চাওয়া বৈধ।

আর এ ছাড়া হে কাবীসাহ অন্য লোকের জন্য চেয়ে (মেগে) খাওয়া হারাম। সে মাল খেলে হারাম খাওয়া হবে।” *(মুসলিম, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৮-১৭নং)*

একদা এক আনসারী ব্যক্তি মহানবী ﷺ-এর নিকট চাইতে এল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বাড়িতে কি কিছুই নেই?” লোকটি বলল, ‘অবশ্যই আছে। জিনপোশের একটি কাপড়; যার অর্ধেক পরি ও অর্ধেক বিছাই। আর একটি বড় পাত্র; যাতে পানি পান করি।’

মহানবী ﷺ বললেন, “নিয়ে এস সে দুটিকে।” লোকটি সে দুটিকে হাযির করলে আল্লাহর রসূল হাতে নিয়ে বললেন, “এ দুটিকে কে কিনবে?” এক ব্যক্তি বলল, ‘আমি এক দিরহাম দিয়ে কিনব।’ মহানবী ﷺ বললেন, “কে এক দিরহাম থেকে বেশী দেবে?” এ কথা তিনি ২ অথবা ৩ বার বললেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, ‘আমি ২ দিরহাম দিয়ে কিনব।’ তিনি ২ দিরহামের বিনিময়ে ঐ জিনিস দুটিকে বিক্রয় করে দিলেন। অতঃপর ঐ দিরহাম আনসারীকে দিয়ে বললেন, “এর মধ্যে এক দিরহাম দিয়ে তুমি খাবার কিনে তোমার পরিবারকে দাও। আর অপর একটি দিরহাম দিয়ে একটি কুড়াল কিনে নিয়ে আমার কাছে এস।”

লোকটি তাই করল। কুড়ালটি নিয়ে মহানবী ﷺ-এর দরবারে এসে উপস্থিত হল। তিনি নিজ হাতে তাতে একটি কাঠের বাঁট লাগিয়ে দিয়ে বললেন, “যাও এটা দিয়ে কাঠ কাট এবং তা বিক্রয় কর। আর যেন আমি পনের দিন তোমাকে না দেখতে

পাই।”

লোকটি নির্দেশমত চলে গিয়ে কাঠ কেটে বিক্রয় করতে লাগল। অতঃপর একদিন সে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তখন সে ১০ দিরহামের মালিক। সে তার কিছু দিয়ে কাপড় কিনল এবং কিছু দিয়ে খাবার। আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁকে বললেন, “কিয়ামতের দিন তোমার চেহারায় কালো দাগ নিয়ে উপস্থিত হওয়া থেকে এটা তোমার জন্য উত্তম। আসলে তিন ব্যক্তি ছাড়া অপর কারো জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) বৈধ নয়; (১) অত্যন্ত অভাবী, (২) চূড়ান্ত দেনা বা জরিমানা দায়ে আবদ্ধ অথবা (৩) পীড়াদায়ক (খুনীর) রক্তপণের জন্য দায়ী ব্যক্তি।” *(আদাঃ, বাঃ, সঃতাঃ ৮৩৪নং)*

অন্য এক হাদীসে মহানবী ﷺ বলেন, “তোমাদের কারো ভিক্ষা করে পাওয়া- না পাওয়ার চাইতে পিঠে কাঠের বোঝা বহন (করে তা বিক্রয় করে জীবিকা-নির্বাহ) করা উত্তম।” *(মালেক, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ)*

অভাব মানুষের আসতেই পারে। সেই অভাব দূর করার মানসে কেউ রুযীদাতা আল্লাহর দরবারে হাত পাতে। আর কেউ পাতে সৃষ্টির দ্বারে।

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তির অভাব আসে এবং সেই অভাবের কথা মানুষের কাছে জানায়, তার অভাব দূর করা হয় না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার অভাবের কথা আল্লাহর কাছে জানায়, আল্লাহ তাকে সত্বর অথবা বিলম্বে রুযী দান করেন।” *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, হাকেম, সহীহ তারগীব ৮৩৮-নং)*

যাচনা না করে নিজের ইয্যত রক্ষা করে আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ। অবশ্য সে বান্দাগণ নিশ্চয়ই ধৈর্যশীল।

আবু সাঈদ খুদরী ؓ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “--- আর যে ব্যক্তি (যাচ্ঞা থেকে) পবিত্র থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন, যে ব্যক্তি (অপরের) অমুখাপেক্ষী থাকতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে (সকল থেকে) অমুখাপেক্ষী করে দেবেন এবং যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরতে চেষ্টা করবে আল্লাহ তাকে ধৈর্য ধরতে সাহায্য করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে অধিক উত্তম ও ব্যাপক দান কাউকে দেওয়া হয়নি।” *(বুখারী ১৪৬৯ নং, মুসলিম ১০৫৩ নং)*

কার্পণ্য বা বখীলী

বখীল, কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ, কিপটে, বা কনজুস যাই বলুন না কেন; এরা হল তারা, যারা নিজেদের মাল ব্যয় করতে চায় না। এরা নিতান্ত অনুদার এবং অত্যন্ত সংকীর্ণমনা হয়। অনেক সময় এরা নিজেরা না খেয়ে এবং না পরেও সঞ্চয় করতে চায়। এদের জন্য কথিত আছে যে, এরা নাকি পিঁপড়ের পেট থেকেও গুড় বের করে খায়। আর এরা নাকি সিন্দুকের কাছে টাকা ধার নেয়!

কিন্তু সব থেকে বড় কথা যে, এরা নিজেদের প্রতিপালকের রাস্তায় ব্যয় করতেও কুণ্ঠাবোধ করে। কিন্তু কার্পণ্য অবশ্যই ভাল নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ﴿١١﴾ ﴾

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, আর সদ্বিষয়ে মিথ্যারোপ করলে, অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেব কঠোর পরিণামের পথ। এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না যখন সে ধ্বংস হবে। *(সূরা লাইল ৮- ১১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾ ﴾

অর্থাৎ, আর আল্লাহ যাদেরকে স্বীয় প্রতিদান হতে কিছু দান করেছেন সে বিষয়ে যারা কার্পণ্য করে; তারা যেন এরূপ ধারণা না করে যে, ওটা তাদের জন্য কল্যাণকর; বরং ওটা তাদের জন্য ক্ষতিকর; তারা যে বিষয়ে কৃপণতা করেছে, উত্থানদিবসে ওটাই তাদের কণ্ঠনিগড় (গলার বেড়ী) হবে; এবং আল্লাহ নভোমন্ডলের ও ভূমন্ডলের স্বত্বাধিকারী এবং যা তোমরা করছ আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ খবর রাখেন। *(সূরা আলে ইমরান ১৮০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ هَٰٓأَنتُمۡ هَٰٓؤُلَآءِ تُدۡعَوۡنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبۡخَلُۖ وَمَن يَبۡخَلۡ فَإِنَّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهِۦۚ وَٱللَّهُ ٱلۡغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلۡفُقَرَآءُۚ وَإِن تَتَوَلَّوۡاْ يَسۡتَبۡدِلۡ قَوۡمًا غَيۡرَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓاْ أَمۡثَٰلَكُم ٣٨ ﴾

অর্থাৎ, দেখ তোমরাই তো তারা যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কার্পণ্য করে। যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত। আর তোমরাই অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মত হবে না। *(সূরা মুহাম্মাদ ৩৮ আয়াত)*

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ٣٧ ﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহ আত্মাভিমানীকে ভালবাসেন না। যারা কৃপণতা করে ও লোকদেরকে কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় সম্পদ হতে যা দান করেছেন তা গোপন করে এবং আমি সে অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। *(সূরা নিসা ৩৬-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ٢٣ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخۡلِۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡغَنِيُّ ٱلۡحَمِيدُ ٢٤ ﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে। যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্য করতে নির্দেশ দেয়; যে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে জেনে রাখুক যে,

আল্লাহ তো অভাবমুক্ত প্রশংসিত। *(সূরা হাদীদ ২৩-২৪ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝٣٠ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝٣١ ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ۝٣٢ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۝٣٣ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣٤ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَـٰهُنَا حَمِيمٌ ۝٣٥ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝٣٦ لَّا يَأْكُلُهُۥٓ إِلَّا ٱلْخَـٰطِـُٔونَ ۝٣٧ ﴾

অর্থাৎ, (ফেরেশ্তাদেরকে বলা হবে) তাকে ধর। অতঃপর তার গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃঙ্খলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে। সে মহান আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল না। এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করতো না। অতএব এই দিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবে না। এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃত স্রাব ব্যতীত। যা অপরাধীরা ব্যতীত কেউ খাবে না। *(সূরা হাক্কাহ ৩০-৩৭ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۝١ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ۝٢ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۝٣ ﴾

অর্থাৎ, তুমি কি দেখেছ তাকে যে কর্মফলকে মিথ্যা বলে থাকে? সে তো ঐ ব্যক্তি যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় । এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ প্রদান করে না। *(সূরা মাউন ১-৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

﴿ فِى جَنَّـٰتٍ يَتَسَآءَلُونَ ۝٤٠ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۝٤١ مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ ۝٤٢ قَالُوا۟ لَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ۝٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ۝٤٤ ﴾

অর্থাৎ, তারা থাকবে উদ্যানে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে সাকার (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা

নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদের আহার্য দান করতাম না।---
(সূরা মুদ্দাষষির ৪০-৪৪ আয়াত)

কৃপণতা কত বড় ঘৃণ্য আচরণ এবং তার যে কি শাস্তি হতে পারে, সে সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করেছেন আমাদের মহানবী ﷺ।

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ (পীড়িত) বিলাল رضي الله عنه কে দেখতে গেলেন। বিলাল তাঁর জন্য এক স্তূপ খেজুর বের করলেন। নবী ﷺ বললেন, "হে বিলাল! একি?!" বিলাল বললেন, 'আমি আপনার জন্য ভরে রেখেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তুমি কি ভয় কর না যে, তোমার জন্য জাহান্নামের আগুনে বাষ্প তৈরী করা হবে? হে বিলাল! তুমি খরচ করে যাও। আর আরশ-ওয়ালার নিকটে (মাল) কম হয়ে যাওয়ার ভয় করো না।" *(আবূ য়্যা'লা, ত্বাবারানীর কাবীর ও আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৯০৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "ধনবানরা কিয়ামতের দিন সর্বনিম্ন মানের হবে। তবে সে নয়, যে তার মাল দান করবে এবং তার উপার্জন হবে পবিত্র।" *(ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৬৬নং)*

জাবের رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা যুলুম থেকে বাঁচ; কারণ, যুলুম হল কিয়ামতের দিনের অন্ধকার । আর কার্পণ্য থেকেও বাঁচ; কারণ, কার্পণ্য তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতকে ধ্বংস করেছে; তা তাদেরকে আপোসের মধ্যে রক্তপাত ঘটাতে এবং হারামকে হালাল করে ব্যবহার করতে প্ররোচিত করেছে।" *(মুসলিম ২৫৭৮-নং)*

আবূ হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোনও বান্দার পেটে আল্লাহ রাস্তায় ধুলো ও দোযখের ধুঁয়ো কখনই একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।" *(আহমদ ২/৩৪২, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ২/৭২, সহীহুল জামে' ৭৬১৬নং)*

উক্ত আবূ হুরাইরা رضي الله عنه কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে দু'টি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম; কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা।" *(আহমদ ২/৩২০, আবূ দাউদ ২৫১১, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৩৭০৯নং)*

বিশেষ করে গরীব আত্মীয়কে দান দিতে বখীলী করলে তার জন্য রয়েছে পৃথক

শাস্তি।

জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "কোন (গরীব) নিকটাত্মীয় যখন তার (ধনী) নিকটাত্মীয়র নিকট এসে আল্লাহর দানকৃত অনুগ্রহ তার কাছে প্রার্থনা করে তখন সে (ধনী) ব্যক্তি তা দিতে কার্পণ্য করলে (পরকালে) আল্লাহ তার জন্য দোযখ থেকে একটি 'শুজা' নামক সাপ বের করবেন; যে সাপ তার জিব বের করে মুখ হিলাতে থাকবে। এই সাপকে বেড়িস্বরূপ তার গলায় পরানো হবে।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব ও কাবীর, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে কোনও ব্যক্তির নিকট তার চাচাতো ভাই এসে তার উদ্বৃত্ত মাল চায় এবং সে যদি তাকে তা না দেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ নিজ অনুগ্রহ হতে তাকে বঞ্চিত করবেন। আর যে ব্যক্তি অতিরিক্ত ঘাস না দেওয়ার উদ্দেশ্যে তার (কুয়া বা ঝর্ণার) অতিরিক্ত পানিও (গবাদি পশুকে) দান করে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিকে নিজ অনুগ্রহ দান করবেন না।" *(ত্বাবারানীর সাগীর ও আউসাত্ব, সহীহ তারগীব ৮৮৪নং)*

দান দিয়ে ফেরৎ নেওয়া হতে ভীতি-প্রদর্শন

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি তার দানকৃত জিনিস ফেরৎ নেয় সে ব্যক্তির উদাহরণ ঐ কুকুরের মত যে বমি করে অতঃপর সেই বমি আবার চেঁটে খায়।" *(বুখারী ২৬২১, ২৬২২, মুসলিম ১৬২২নং, আসহাবে সুনান)*

ভাই মালদার! আল্লাহর দেওয়া মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করুন। ব্যয় করুন তার পূর্বে, যখন মাল আপনার জানের কাল হবে। আপনার মাল ওয়ারেসরা ভাগ করে নেবে এবং আপনার দেহ নিয়ে পোকা-মাকড়ে ভাগাভাগি করবে। আপনার মাল নিয়ে আপনার ছেলেরা মারামারি করবে। আপনার মাল পাওয়ার অপেক্ষায় তারা আপনার মরণের প্রতীক্ষা করবে।

খরচ করুন সেই দিন আসার পূর্বে, যেদিন দান করতে চাইলেও আর আপনার দান কবুল করা হবে না।

দান করে যান সেই সময় আসার পূর্বে, যে সময় আর দান করার সুযোগ পাবেন না।

কিছু সদকাহ্ করে যান, সাদকায়ে জারিয়াহ রেখে যান সেদিন আসার আগে, যেদিন দান না করার জন্য আফশোস করতে হবে।

কিছু খয়রাত করে যান আল্লাহর রাহে সে দিন আসার পূর্বে, যেদিন কোন মুক্তিপণ, ঘুস বা জরিমানা দেওয়ার কোন সুযোগ থাকবে না।

ভাই ধনবান! আপনি তো ধনী মানুষ। গরীব-মিসকীনদের হক আপনি আত্মসাৎ করবেন কেন? আপনার ইয্যত অনুসারে আপনার তো তাতে ঘৃণা হওয়াই উচিত।

আল্লাহর মাল আপনার কাছে রাখা আল্লাহর আমানত। আপনি তাঁর আমানত যথাস্থানে পৌঁছে দিন। এ হল সেই আল্লাহর আদেশ; যিনি আপনাকে বাঁচিয়ে রেখে খেতে-পরতে এবং সুখ-সম্ভোগ করতে তওফীক দিয়েছেন।

বিদেশে যাওয়ার আগে চালাক লোকরা সঙ্গে মোটা অংকের টাকা সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে না জেনে ব্যাংকে জমা দিয়ে চেক বানিয়ে নেয়। আপনিও জানেন যে, পরপারের সফরে মাল সঙ্গে যাবে না। অতএব কিছু আল্লাহর কাছে জমা দিয়ে সওয়াবের চেক বানিয়ে নেন। তাই ভাঙ্গিয়ে সেখানে উপকৃত হতে পারবেন।

আল্লাহ আমাকে ও আপনাকে তওফীক দিন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.